ভূমিকা

এই সামুদ্রিক শাস্ত্র মান্ধাতার আমল হইতেই আছে। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে এবং খৃষ্টানদিগের বাইবেলেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে আজকাল অনেকেই এই শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন যে, করতলের রেখাগুলি মাতৃগর্ভে হাত মুড়িয়া থাকার দরুণ ভাঁজ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহাদিগের যাহা ইচ্ছা, তাহাই বলিতে পারেন; কিন্তু গ্রন্থকার এই শাস্ত্রের চল্লিশ বৎসরব্যাপী আলোচনা হইতে এইটুকু বুঝিয়াছেন যে, যাঁহারা এই শাস্ত্র অবিশ্বাস করেন বা উপহাস করিয়া উড়াইয়া দেন, তাঁহারাই আবার চুপি চুপি আসিয়া সময়ে সময়ে হাত দেখান।

মনুষ্যের ভবিষ্যৎ জানিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক। ইহাতে এত লুকোচুরি কেন, এইটি একটি রহস্য বটে। এই ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান জানিবার দুইটি পথ আছে। একটি জ্যোতিষ শাস্ত্র, অপরটি সামুদ্রিক শাস্ত্র। জ্যোতিষই বলুন বা সামুদ্রিক শাস্ত্রই বলুন, উভয়েরই উৎপত্তি এই ভারতবর্ষে। তারপর ক্রমে ক্রমে অপর স্থানে, এমন কি সুদূর ইউরোপে এবং আমেরিকায় ইহা ছড়াইয়া পড়ে। এক্ষণে উক্ত দেশদ্বয়ে ইহার আলোচনা এবং আদরও যথেষ্ট। উক্ত স্থানে মনীষিগণ এই শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

এক্ষণে এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে ২।৪টি কথা বলা আবশ্যক।

১। সামুদ্রিক শাস্ত্রটি অতীব দুরূহ এবং নীরস। এই নীরস দ্রব্যটিকে সরস করিবার উদ্দেশ্যেই এই পুস্তকখানি গুরু-শিষ্য কথোপকথন-চ্ছলে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে আশা করা যায় যে, পুস্তকখানি সরল এবং সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। আর একটি কথা—ইহা গ্রন্থকারের 'পামিষ্ট্রী সেল্‌ফ্‌ টট্' অবলম্বনে লিখিত।

২। পুস্তকখানির পরিশিষ্টে চতুর্দ্দশখানি চিত্র প্রদত্ত হইল। এই চিত্রগুলিতে যে সকল রেখা এবং চিত্রাদি দেখান হইয়াছে, তাহাদিগকে সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে, এবং যথাস্থানে তাহাদিগের বিশদ ব্যাখ্যাও দেওয়া হইয়াছে।

৩। রেখা এবং চিহ্নাদির ব্যাখ্যা সম্বন্ধে এইটুকু বক্তব্য যে, গ্র
আজ চল্লিশ বৎসর যাবৎ কর-কোষ্ঠী বিচারে নিযুক্ত, সুতরাং তঁ
অদৃষ্টে বহু লোকের হস্ত-রেখা বিচার করিবার সুযোগ ঘটিয়াছে।
সমস্ত তথ্য এই পুস্তকখানিতে বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলির অধিক
জাতকের জীবনের ঘটনার সহিত মিলাইয়া ফল বলা হইয়াছে। জাত
উক্ত ফল স্বীকার করিয়াছেন। ফুটনোটে কয়েকটি উদাহরণও দে
হইয়াছে, এইগুলি পড়িলেই পাঠক গ্রন্থকারের কথার তাৎপর্য্য বুঝি
পারিবেন।

৪। উপসংহারে একটি কথা—সাত বৎসর পূর্ব্বে গ্রন্থকারের 'পা
সেলফ্-টট্' পুস্তকখানি যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন স
বলিয়াছিলেন যে, এত দিনে সামুদ্রিক শাস্ত্র শিখিবার পথ পরিষ্কার হই
কিন্তু কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, গ্রন্থকার ইংরাজী-অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদি
কি উপায় করিলেন ; এমন অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা এই বি
শিক্ষায় উৎসুক, কিন্তু তাঁহারা ইংরাজী জানেন না। এই কথাটির যাথ
গ্রন্থকার বরাবরই অনুভব করিতেছেন। বলা বাহুল্য, সেই সময় হইতে
গ্রন্থকার একখানি বাঙ্গালা সামুদ্রিক গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হ
যদিও পুস্তকখানি বৃহদাকার হয় নাই, তবু শেষ করিতে প্রায় ছয় বৎ
সময় লাগিল। গ্রন্থকার বয়সে প্রাচীন হইয়াছেন ও নানাবিধ পু
প্রণয়ন প্রমুখ কার্য্যে তাঁহাকে ব্যাপৃত থাকিতে হয়। ইহার উপর তাঁহ
শরীরও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে। অতএব গ্রন্থকার আশা করে
যে, তাঁহার সদাশয় পাঠক-পাঠিকাগণ পুস্তক প্রকাশে সুদীর্ঘ বিলম্বজনি
ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন।

এক্ষণে এই সামান্য পুস্তকখানি সাধারণের নিকট যদি আদরণীয় হ
গ্রন্থকারের শ্রম সফল ও সার্থক হইবে। ইতি—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

করতলে রেখা ঃ চিহ্নাদির নাম

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নবম পরিচ্ছেদ

দশম পরিচ্ছেদ

একাদশ পরিচ্ছেদ

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠা

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি এবং কর্ম্মের লক্ষণ

পৃষ্ঠা

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হস্ত-বিচার

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ললাট-লক্ষণ হইতে চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি আভাস

সরল কর-কোষ্ঠী শিক্ষা

—:*:—

অবতরণিকা

শিষ্য—কর-কোষ্ঠী কাহাকে বলে, গুরুদেব ?

গুরু—হস্তস্থিত যে সরল রেখা এবং চিহ্নাদি পরীক্ষা করিয়া জীবনের গশুভ ঘটনা নির্দ্দেশ করা যায়, তাহাকেই কর-কোষ্ঠী বলে।

শিষ্য—আচ্ছা, কর-কোষ্ঠী কেন বলে ? হাতেও কি কোষ্ঠী আঁকা আছে ?

গুরু—এক রকম বটে ; হাতের রেখা দ্বারা জীবনের ঘটনা বলা কিনা, সুতরাং কোষ্ঠীরই কার্য্য হইল।

শিষ্য—কর-কোষ্ঠী গণনা করিতে হইলে কি কি বিষয় লক্ষ্য করিতে ব ?

গুরু—এই শাস্ত্র শিক্ষা করিবার পুর্ব্বে নিম্নলিখিত কয়েকটা বিষয় মনে থতে হইবে—আমাদের করতলের সহিত বৃহস্পতি, শনি, রবি, বুধ, ়, মঙ্গল এবং চন্দ্র, এই সাতটি গ্রহের বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। চলে উহাদের প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট স্থানও আছে। উহাদের সাহায্যে বের শুভাশুভ ঘটনাবলী জানা যায়।

শিষ্য—হস্ত-রেখাদি বিচার করিবার সময় কোন্ হাতটি দেখা কর্ত্তব্য—ণ হস্ত না বাম হস্ত, গুরুদেব ?

গুরু—বৎস, এইটুকু জানিও, যে সকল কার্য্য আমাদের নিজেদের য় সম্পন্ন হয়, সেইগুলি ডান হাতে পাওয়া যায়, আর সেই জন্যই ডান হাতকে অ্যাক্টিভ্ হ্যাণ্ড (active hand) বলে।

শিষ্য—আচ্ছা, বাঁ হাতের ঐ রকম অপর কোন নাম আ
গুরুদেব ?

গুরু—হাঁ বৎস, আছে। বাঁ হাতকে প্যাসিভ্ হ্যাণ্ড (passive hanc
বলে ; কেন জান ? এই হাত থেকে জাতকের প্রবৃত্তি সম্বন্ধে অনে
কথাই জানা যায়।

শিষ্য—স্ত্রীলোকের হস্ত-রেখা পরীক্ষা করিবার সময় বাঁ হাত দেখিতে
হয় ; না, গুরুদেব ?

গুরু—না-না, তা কেন ? পুরুষই হউক আর স্ত্রীলোকই হউক
একই নিয়ম।

শিষ্য—আচ্ছা, কোন কোন হাতের রেখা বড়ই অস্পষ্ট মনে হয়।
এর মানে কি ?

গুরু—অস্পষ্ট বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু সেই স্থানটি টিপিয়া
ধরিলেই বেশ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। মনে রাখিও যখন একটি রেখা (যতই
সূক্ষ্ম হউক না কেন) উভয় হস্তে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রেখা পূর্ণ
ফল দেয়।

শিষ্য—সেই রেখাটি যদি উভয় হাতে না থাকিয়া কেবল এক হাতে
থাকে ?

গুরু—রেখাটি এক হাতে থাকিলে ফল অন্য প্রকার হয়। অর্থাৎ
রেখাটি ডান হাতে থাকিলে অর্দ্ধেকের বেশী ফল দেয়, কিন্তু বাঁ হাতে
থাকিলে অর্দ্ধেকের কম ফল দেয়, ইহা জানিও।

শিষ্য—এক একটা হাত দেখিতে পাই রেখায় ভরা। এর মানে কি ?

গুরু—এইরূপ হইলে জাতক প্রায়ই শারীরিক এবং মানসিক অশান্তি
ভোগ করে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

হস্ত-করতল ঃ অঙ্গুলির বিভাগ ঃ নখ

শিষ্য—গুরুদেব, আপনি আমাকে অনেক কথারই আভাস দিলেন, তজ্জন্য আমি বিশেষ বাধিত হইলাম। এক্ষণে একটি বিষয় জানিবার জন্য আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে—আমরা দেখিতে পাই কোন কোন ব্যক্তির হাতের চেটো খুব নরম, আবার কোন কোন ব্যক্তির চেটো খুব শক্ত। ইহার বিশেষ কোন অর্থ আছে কি?

গুরু—যে সকল ব্যক্তির করতল নরম, তাহারা প্রায়ই ভীরু এবং আলস্য-পরবশ (চলিত কথায় যাহাকে লেদাড়ে বলে) হয়, আর যে সকল লোকের করতল শক্ত, তাহারা প্রায়ই করিত-কর্ম্মা এবং জিদবাজ হয়।

শিষ্য—কোন কোন লোকের চেটোটা যেন গর্ত্ত করা। এর মানে কি?

গুরু—হাতের চেটোর গর্ত্তভাব দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। যা'র এরূপ থাকে, সে দুরূহ-কার্য্য সম্পাদনে সমর্থ হয় না।

শিষ্য—আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই যে, আঙ্গুলগুলি চেটোর চেয়ে ছোট। এর অর্থ কি?

গুরু—সে ব্যক্তি প্রায়ই নির্ব্বোধ এবং ইন্দ্রিয়সুখাভিলাষী হয়।

শিষ্য—আচ্ছা, গুরুদেব, আঙ্গুল কি কখনও চেটোর চেয়ে লম্বা হইতে পারে না?

গুরু—হইতে পারে না যে তা নয়। এইরূপ হইলে জাতক শিল্প-বিদ্যাপ্রিয় হয় এবং তাহার স্মরণশক্তি অসাধারণ হইবেই। কেবল তাহাই নহে, সে সহজে (বিনা কারণে) কোন জিনিস বিশ্বাস করে না। 'কেন', 'অতএব' কথাগুলি যেন তাহার ঠোঁটে লাগিয়াই থাকে।

শিষ্য—আঙ্গুল নানা প্রকার আকৃতির দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কোন বিশেষ অর্থ আছে কি ?

গুরু—বৎস, আছে বই কি ! তবে শোনো, অঙ্গুলি নিম্নলিখিত সাত প্রকারের হয়। প্রত্যেকের পৃথক্ পৃথক্ অর্থ।

(ক) এলিমেণ্টারী আঙ্গুল (elementary fingers)—ইহাতে করতল আঙ্গুল অপেক্ষা লম্বা। এই সব ব্যক্তি বিচার-শক্তি-হীন হয় এবং বিপদকালে একেবারে দমিয়া যায়। ইহাদের ভাগ্যরেখা (fortune line) * থাকে না।

(খ) চারকোণা আঙ্গুল (square fingers)—এই সকল ব্যক্তি অনুসন্ধানপর, অধ্যবসায়শীল এবং পরিণামদর্শী হয়।

(গ) স্প্যাচুলা ছুরির মত আঙ্গুল (spatulate fingers)—ইহাতে জাতক উদ্যমশীল, কার্য্যতৎপর, অটল এবং সুখাভিলাষী হয় ; এবং কুকুর, বিড়ালাদি গৃহপালিত পশু ভালবাসে।

(ঘ) সূক্ষ্মাগ্র আঙ্গুল (pointed fingers)—ইহাতে জাতক সৌন্দর্য্যপ্রিয়, ভীরু, সন্দিগ্ধমনা এবং কুসংস্কার-বিশিষ্ট হয়। কিন্তু তাহারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা অনুমান করে, প্রায়ই সত্য হয়।

(ঙ) ক্রমশঃ সরু আঙ্গুল (tapering fingers)—সুখমাত্রই ইহাদের আসক্তি দ্রব্য। ইহাদের যশোলাভের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল।

---

* চতুর্থ পরিচ্ছেদ দেখ।

(চ) দার্শনিক আঙ্গুল (philosophic fingers)—ইহাদের লক্ষণ এই যে ইহারা প্রত্যেক দ্রব্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং বিচার করে।

(ছ) মিশ্র আঙ্গুল (mixed fingers)—অর্থাৎ আঙ্গুলগুলি এক-কমের না হইয়া পূর্ব্বোক্ত ছয় প্রকারের কোন না কোনটার মত। ইহাতে াতক দশকর্ম্মান্বিত হয় বটে কিন্তু কোন কার্য্যে দক্ষ হয় না।

শিষ্য—এ সকল কথা আমার খুব ভাল লাগিতেছে। আপনার শ্রীমুখ ইতে আরও নূতন নূতন কথা শুনিবার আমার ইচ্ছা হইতেছে। দেখুন, গন কোন হাতে দেখিতে পাই আঙ্গুলগুলো ছড়াইলে খুব ফাঁক হইয়া য়, আবার কোন কোন হাতে ফাঁক হয় না। গুরুদেব, এর নিশ্চয়ই ান অর্থ আছে ?

গুরু—যে সকল লোকের আঙ্গুল বেশ ফাঁক হইয়া যায়, তারা প্রায়ই াশীল এবং উচ্চমনা হয় জানিও।

শিষ্য—আঙ্গুলের নখ সম্বন্ধে কিছু জানিবার আছে ?

গুরু—আছে বই কি ! নখ যদি চওড়া অপেক্ষা লম্বা হয়, জাতক র তার্কিক এবং স্বাধীনচেতা হয়। সংবাদপত্রের সম্পাদকের নখ রূপ হইলে সুনাম অর্জ্জন হয়।

শিষ্য—নখ বড় হইলে তাহার অর্থ কি ?

গুরু—এইরূপ জাতকের ক্রোধ অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়।

শিষ্য—সময়ে সময়ে শাদা রংয়ের লম্বা নখ দেখিতে পাওয়া যায়। ার অর্থ কি ?

গুরু—এইরূপ হইলে জাতক নির্ম্মল চরিত্র হয়। এই নখ সম্বন্ধে াও ২।১টি কথা বলিব, শোনো। কখন কখন লাল রংয়ের নখের

উপর শাদা শাদা দাগ দেখিতে পাইবে। ইহাতে জাতক নিষ্ঠুর-প্রকৃতির হয়। আবার কাহারও কাহারও নখ বেশ সুন্দর বাদামের মত দেখিতে পাইবে। এইরূপ হইলে জাতক মধুর-প্রকৃতির হয়।

শিষ্য—আচ্ছা, গুরুদেব! নখ লম্বা অপেক্ষা চওড়া হইতে পারে না? আপনি এই সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না বলিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি, কেন না এইরূপ নখ আমি একজনের দেখিয়াছি।

গুরু—হাঁ, খুব হইতে পারে। এই কথাটি আমি বলিব বলিব করিয়া ভুলিয়া গিয়াছি। এরূপ হইলে জাতক উদ্ধত স্বভাবের হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অঙ্গুলির নাম ঃ নখে দাগ ঃ অঙ্গুলির উপর লোম অঙ্গুলি সম্বন্ধে বিশেষ কথা

শিষ্য—আঙ্গুলের নখের উপর শাদা দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। র অর্থ কি ?

গুরু—অর্থ আছে বই কি। কিন্তু এই কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে ট আঙ্গুলের নাম বলিতেছি, শোনো।

(ক) প্রথম অঙ্গুলি (তর্জ্জনী) (চিত্র ১, চিহ্ন ১)।

(খ) দ্বিতীয় অঙ্গুলি (মধ্যমা) (চিত্র ১, চিহ্ন ২)।

(গ) তৃতীয় অঙ্গুলি (অনামিকা) (চিত্র ১, চিহ্ন ৩)।

(ঘ) চতুর্থ অঙ্গুলি (কনিষ্ঠা) (চিত্র ১, চিহ্ন ৪)।

(ঙ) পঞ্চম অঙ্গুলি (অঙ্গুষ্ঠ) বা বুড়ো আঙ্গুল (চিত্র ১, চিহ্ন ৫)।

। তোমার প্রশ্নের উত্তর শোনো।

১। তর্জ্জনীর নখের উপর শাদা চিহ্ন থাকিলে ক্রয়-বিক্রয়ে লাভ য়।

২। মধ্যমার নখের উপর শাদা চিহ্ন থাকিলে সমুদ্র-যাত্রা বুঝায়।

৩। অনামিকার নখের উপর শাদা চিহ্ন থাকিলে মান এবং ধন ই বুঝায়।

৪। কনিষ্ঠার নখের উপর শাদা চিহ্ন থাকিলে ব্যবসায়ে উন্নতি এবং ান-শাস্ত্রে অনুরাগ বুঝায়।

শিষ্য—আচ্ছা, গুরুদেব, আঙ্গুলের লোমের অর্থ আছে কিছু ?

গুরু—আছে বই কি। আঙ্গুলের তৃতীয় পর্ব্বে * বেশী লোম থাকিলে বুঝিতে হইবে সে লোক চঞ্চল-প্রকৃতি এবং প্রচণ্ড-স্বভাবের। কিন্তু বেশী লোম না থাকিলে সে মধুর-প্রকৃতির হইবে।

শিষ্য—কাহারও কাহারও দেখিয়াছি আঙ্গুলে একেবারেই লোম নাই এর মানে কি?

গুরু—যে লোকের আঙ্গুলে লোম থাকে না, সে প্রায়ই ভয়-তরাসে হয়।

শিষ্য—চেটোর উল্‌টো দিকে লোম সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে গুরুদেব?

গুরু—এইরূপ হইলে জাতক বিলাসী এবং ইন্দ্রিয়-পরবশ হয়।

শিষ্য—আঙ্গুল সম্বন্ধে আপনার কিছু বলিবার আছে?

গুরু—অনেক কথা। মন দিয়া শোনো।

১। তর্জ্জনী (যাহাকে বৃহস্পতির আঙ্গুল বলে) সম্বন্ধে শোনো।

(ক) তর্জ্জনী এবং মধ্যমা† সমান লম্বা হইলে অহঙ্কার, আত্মশ্লাঘা এবং প্রতাপ-লিপ্সা বুঝায়।

(খ) প্রথম পর্ব্ব অপর দুই পর্ব্ব অপেক্ষা বড় হইলে ধর্ম্মের ভান বুঝায় (যাহাকে চলিত কথায় ভক্তবিটেল বলে)।

(গ) প্রথম পর্ব্ব লম্বা এবং ছুঁচালো হইলে যথার্থ ধর্ম্মশীলতা বুঝায়।

২। মধ্যমা (যাহাকে শনির অঙ্গুলি বলে) সম্বন্ধে শোনো।

---

* পর্ব্ব ধরা হয় আঙ্গুলের উপরিভাগ হইতে; অর্থাৎ প্রথম পর্ব্ব হইতেছে যাহার পিছনে নখ আছে (চিত্র ১, চিহ্ন ৬); দ্বিতীয় পর্ব্ব হইতেছে মাঝের পাব (চিত্র ১, চিহ্ন ৭); তৃতীয় পর্ব্ব হইতেছে সবচেয়ে নীচের পাব (চিত্র ১, চিহ্ন ৮)।

† ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের এই দুটী আঙ্গুল সমান লম্বা ছিল বলিয়া শুনা যায়।

(ক) মধ্যমা অন্য আঙ্গুল অপেক্ষা বড় এবং মোটা হইলে জাতক তন্ত্র-াস্ত্র, যোগ এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশারদ হয়।

(খ) এই আঙ্গুল আঁকা-বাঁকা হইলে জাতক নিষ্ঠুর-প্রকৃতির হয়—ত্যা করিতেও দ্বিধা বোধ করে না।

(গ) ২।৩টি রেখা এই অঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উঠিয়া প্রথম পর্ব্বের পর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে জাতক খনির ব্যবসায়ে অর্থলাভ করে।

৩। অনামিকা (যাহাকে রবির অঙ্গুলি বলে) সম্বন্ধে শোনো—

(ক) এই আঙ্গুল মধ্যমার সমান লম্বা হইলে জাতক জুয়া খেলা এবং ঁকিদার ব্যবসায়ে রত হয়।

(খ) একটি সরল রেখা এই আঙ্গুলের তিনটি পাব জুড়িয়া থাকিলে াভাগ্য সূচনা করে।

(গ) ২।৩টি সরল রেখা এই আঙ্গুলের তিনটি পাব জুড়িয়া কিলে অর্থ ক্ষতি বুঝায়—এই অর্থ ক্ষতির কারণ কোন স্ত্রীলোক-নিত।

(ঘ) এই আঙ্গুলের তৃতীয় পর্ব্বে কয়েকটি আঁকা-বাঁকা রেখা থাকিলে তক বিপদ্ এবং দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পায়।

৪। কনিষ্ঠা (যাহাকে বুধের অঙ্গুলি বলে) সম্বন্ধে শোনো।

(ক) এই অঙ্গুলিটি অনামিকার নখ পর্য্যন্ত লম্বা হইলে* জাতক থক এবং বক্তা দুই-ই (যেমন 'লিখিয়ে' তেমনি 'বলিয়ে') হয়; বল তাহাই নহে, জাতক দার্শনিক পণ্ডিতও হয়।

(খ) এই আঙ্গুলটির অগ্রভাগ ছুঁচালো হইলে জাতক পূর্ব্ব হইতে বষ্যৎ অশুভ ঘটনা বুঝিতে পারে।

---

* কথিত আছে মহামতি গ্লাড্ষ্টোনের এইরূপ আঙ্গুল ছিল।

(গ) এই আঙ্গুলটির প্রথম পর্ব্ব বড় হইলে জাতক তার্কিক এবং অধ্যবসায়শীল লয়।

(ঘ) এই আঙ্গুলটির দ্বিতীয় পর্ব্ব বড় হইলে জাতকের কারবারী বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়।

(ঙ) এই আঙ্গুলটির তৃতীয় পর্ব্বটি বড় হইলে জাতক শঠ এবং ধড়িবাজ হয়।

৫। অঙ্গুষ্ঠ (যাহাকে বুড়ো আঙ্গুল বলে) সম্বন্ধে শোনো।

(ক) এই আঙ্গুলের প্রথম পর্ব্বটি বড় হইলে জাতক জিদবাজ্ এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়।

(খ) দ্বিতীয় পর্ব্বটি বড় হইলে জাতকের তর্কশক্তি থাকে।

(গ) তৃতীয় পর্ব্বটি (যেটিকে শুক্রের ক্ষেত্র বলে)* বেশ উচ্চ হইলে জাতক ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী হয়।

(ঘ) তৃতীয় পর্ব্বটি বেশী নীচু হইলে জাতক স্বার্থপর এবং অলস হয়।

(ঙ) এই বুড়ো আঙ্গুলটি বাহিরের দিকে বেশী বাঁকিয়া পড়িলে জাতক দানশীল বা অমিতব্যয়ী হয়।

শিষ্য—গুরুদেব! আঙ্গুল সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিলেন, আমার খুবই ভাল লাগিল, তবে সব খুঁটিয়ে মনে রাখা বড়ই কঠিন। কিন্তু এই আঙ্গুল সম্বন্ধে আর একটি কথা জানিতে ইচ্ছা হইতেছে কাহারও কাহারও আঙ্গুলের প্রথম পর্ব্বে চক্র চিহ্ন থাকে, তার কোন [illegible] আছে কি, গুরুদেব?

গুরু—খুব আছে, বৎস, শোনো—

* পর পরিচ্ছেদ দেখ।

সরল কর-কোষ্ঠী শিক্ষা

ক) তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বে চক্র চিহ্ন থাকিলে পিতৃসম্পত্তি লাভ বা প্রাপ্তি বুঝায়।

খ) মধ্যমার প্রথম পর্ব্বে চক্র চিহ্ন থাকিলে হঠাৎ অর্থলাভ হয়, না :লে দৈব বিড়ম্বনায় অর্থক্ষতি বুঝায়।

গ) অনামিকার প্রথম পর্ব্বে চক্র চিহ্ন থাকিলে বিবিধ উপায়ে বা কর্ত্তৃক ধনলাভ বুঝায়; না থাকিলে বিবিধ প্রকারে ধনক্ষতি

ঘ) কনিষ্ঠার প্রথম পর্ব্বে চক্র চিহ্ন থাকিলে বাণিজ্যে বিপুল অর্থ ; না থাকিলে বাণিজ্যে ক্ষতি বুঝায়।

ঙ) অঙ্গুষ্ঠের (বুড়ো আঙ্গুলের) প্রথম পর্ব্বে চক্র চিহ্ন থাকিলে পিতৃ-মহাদির ধন লাভ হয়।

———
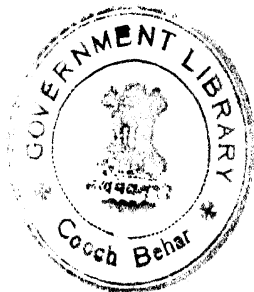
তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গ্রহগণের অবস্থিতি ঃ হস্ত পার্শ্ব

শিষ্য—গুরুদেব ! পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি যে তর্জ্জনী বৃহস্পতির অঙ্গুলি, মধ্যমা শনির অঙ্গুলি ইত্যাদি ইত্যাদি। এক্ষণে করতলে গ্রহগণের নিজ নিজ স্থান এবং ঐ সব স্থানে যে সকল রেখা এবং চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল বুঝাইয়া দিলে কৃত-কৃতার্থ হইব।

গুরু—বৎস, নিম্নে বর্ণিত কথাগুলি মনে রাখিও—

(ক) বৃহস্পতির ক্ষেত্র তর্জ্জনীর নিম্নে (চিত্র ১, চিহ্ন ৯)

(খ) শনির ক্ষেত্র মধ্যমার নিম্নে (চিত্র ১, চিহ্ন ১০)

(গ) রবির ক্ষেত্র অনামিকার নিম্নে (চিত্র ১, চিহ্ন ১১)

(ঘ) বুধের ক্ষেত্র কনিষ্ঠার নিম্নে (চিত্র ১, চিহ্ন ১২)

(ঙ) শুক্রের ক্ষেত্র অঙ্গুষ্ঠের তৃতীয় পর্ব্বে (চিত্র ১, চিহ্ন ১৩)

(চ) মঙ্গলের ক্ষেত্র দুইটি—প্রথম ক্ষেত্র বুধের ক্ষেত্রের নিম্নে। (চিত্র ১, চিহ্ন ১৪)

দ্বিতীয়টি বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিম্নে (চিত্র ১, চিহ্ন ১৫)

(ছ) চন্দ্রের ক্ষেত্র মঙ্গলের প্রথম ক্ষেত্রের নিম্নে অর্থা[illegible] যে ক্ষেত্রটি বুধের ক্ষেত্রের নিম্নে। ([illegible] ১, চিহ্ন ১৬)

করতলের পার্শ্ব দিকটিকে পার্‌কশন্ (percussion) বলে। গ্রহগণের ক্ষেত্র সম্বন্ধে এই কথাগুলি মনে রাখিবে। এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন রেখা এবং চিহ্ন সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

করতলে রেখা : চিহ্নের নাম

আয়ুরেখা (The Life line) (চিত্র ১, চিহ্ন ১৭)
মার্শালরেখা (The Martial line) (চিত্র ১, চিহ্ন ১৮)
শিরোরেখা (The Head line) (চিত্র ১, চিহ্ন ১৯)
হৃদয়রেখা (The Heart line) (চিত্র ১, চিহ্ন ২০)
*ভাগ্যরেখা (The Fortune line) (চিত্র ১, চিহ্ন ২১)
রবিরেখা (The Apollo line) (চিত্র ১, চিহ্ন ২২)
স্বাস্থ্যরেখা (The Hepatic line) (চিত্র ১, চিহ্ন ২৩)
ভায়া ল্যাসসিভা (Via Las-civa) (চিত্র ১, চিহ্ন ২৪)
শুক্র বন্ধনী (The Girdle of Venus) (চিত্র ১, চিহ্ন ২৫)
†সলোমন বন্ধনী (The Solomon's Ring)
শনি বন্ধনী (The Saturn Ring) (চিত্র ১, চিহ্ন ২৬)
প্রত্যক্ষদর্শন রেখা (The Intuition line) (চিত্র ১, চিহ্ন ২৭)
বিবাহরেখা (The Marriage line) (চিত্র ১, চিহ্ন ২৮)
†সন্তানরেখা (Issue lines)
†পার্শ্বরেখা (Percussion lines)
আয়ু বন্ধনী (Bracelets of life) (চিত্র ১, চিহ্ন ২৯)

* কেহ কেহ ঊর্দ্ধরেখা বলে।
† এ রেখাগুলির চিত্রে দেখাইবার আবশ্যকতা নাই।

(১৭) মঙ্গলের সমতল ক্ষেত্র (The Plain of Mars) (চিত্র ১ চিহ্ন ৩০)

(১৮) হস্ত চতুষ্কোণ (Quadrangle of the Hand) (চিত্র ১ চিহ্ন ৩১)

এগুলি ভিন্ন আরও কতকগুলি চিহ্ন আছে। সেগুলিও জ্ঞান আবশ্যক। তাহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই, করতলের যে কোন স্থানে থাকিতে পারে। সেগুলির নাম শোনো—

I তারা চিহ্ন (The Star) ... (চিত্র ২, চিহ্ন ১)
II চতুষ্কোণ চিহ্ন (The Square) ... (চিত্র ২, চিহ্ন ২)
III কাল দাগ (লম্বাভাবের) (The spot) ... (চিত্র ২, চিহ্ন ৩)
IV বৃত্ত চিহ্ন (The Circle) ... (চিত্র ২, চিহ্ন ৪)
V অর্দ্ধ-মণ্ডল চিহ্ন (The Semi-circle) ... (চিত্র ২, চিহ্ন ৫)
VI যব চিহ্ন (The Island) ... (চিত্র ২, চিহ্ন ৬)
VII ত্রিভুজ চিহ্ন (The Triangle) ... (চিত্র ২, চিহ্ন ৭)
VIII ক্রুশ চিহ্ন (The Cross) ... (চিত্র ২, চিহ্ন ৮)
IX জাল চিহ্ন (The Grille) ... (চিত্র ২, চিহ্ন ৯)
X টেপাই চিহ্ন (The Tripod) ... (চিত্র ২, চিহ্ন ১০)
XI ফলা চিহ্ন (The Spear Head) ... (চিত্র ২, চিহ্ন ১১)
XII তিল চিহ্ন (The Mole) ... (চিত্র ২, চিহ্ন ১২)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গ্রহগণের ক্ষেত্রাদির অর্থ

শিষ্য—পূজ্যপাদ গুরুদেব! অঙ্গুলি এবং রেখাদি সম্বন্ধে আপনি যাহা বলিলেন, সেই সকল কথা শুনিয়া বাধিত হইলাম। এক্ষণে গ্রহগণের ক্ষেত্র সম্বন্ধে বিশেষ কোন অর্থ আছে কি না জানিতে বাসনা হইতেছে।

গুরু—আছে বই কি বৎস!

শিষ্য—১। বৃহস্পতির ক্ষেত্র হইতে কি কি বিষয় জানা যায়?

গুরু—(ক) বৃহস্পতির ক্ষেত্র উচ্চ হইলে জাতক উচ্চাভিলাষী, ধার্ম্মিক এবং সৌন্দর্য্যপ্রিয় হয়। সে ব্যক্তি ছোট ছেলে-পিলে এবং পশু-পক্ষ্যাদি ভালবাসে।

(খ) এই ক্ষেত্র নিম্ন হইলে জাতক অধার্ম্মিক এবং আত্মশ্লাঘী হয়।

শিষ্য—২। শনির ক্ষেত্র হইতে কি কি বিষয় জানা যায়?

গুরু—(ক) শনির ক্ষেত্র উচ্চ হইলে জাতক সঙ্গীত এবং ব্যবসা-বাণিজ্য (বিশেষতঃ কৃষিকার্য্য)-প্রিয় হয়। সে ব্যক্তি নির্জ্জনে থাকিতে ভালবাসে। ধর্ম্মসংক্রান্ত স্তোত্রাদি পাঠ করিতে আনন্দ বোধ করে। এরূপ ব্যক্তি বিবাহকে বড় সুখকর বলিয়া মনে করে না।

(খ) এই ক্ষেত্র নিম্ন হইলে জাতক উন্নতি করিতে পারে না, সামান্য-ভাবে তার জীবন কাটিয়া যায় মাত্র।

শিষ্য—৩। রবির ক্ষেত্র হইতে কি কি বিষয় জানা যায়, গুরুদেব?

গুরু—(ক) এই রবির ক্ষেত্র উচ্চ হইলে জাতকের নূতন নূতন দ্রব্য

আবিষ্কার করিবার ক্ষমতা জন্মে। সে ব্যক্তি বিদ্বান্, সাহিত্যিক, ভাগ্যবান্ এবং উন্নতিশীল হয়। তাহার বিশ্বাস সে যাহা করিবে, সেইটিই ঠিক। সে ব্যক্তি রূপের উপাসনা করিতে ভালবাসে।

(খ) এই ক্ষেত্র নিম্ন হইলে জাতকের স্থূল বুদ্ধি হয় এবং বিজ্ঞান-শাস্ত্রে তাহার আস্থা থাকে না।

শিষ্য—৪। বুধের ক্ষেত্র হইতে কি কি বিষয় জানা যায়?

গুরু—(ক) বুধের ক্ষেত্র উচ্চ হইলে জাতক খোশ-মেজাজী, ভ্রমণ-প্রিয়, বাগ্মী, বুদ্ধিমান্, ব্যবসায়ে পটু, নানা বিদ্যায় (বিশেষতঃ বিজ্ঞান-শাস্ত্র প্রভৃতিতে) পারদর্শী হয়।

(খ) এই ক্ষেত্র নিম্ন হইলে জাতক আলস্যপ্রিয় এবং বুদ্ধিহীন হয়।

শিষ্য—৫। শুক্রের ক্ষেত্র হইতে কি কি বিষয় জানা যায়?

গুরু—(ক) শুক্রের ক্ষেত্র উচ্চ হইলে জাতক সৌন্দর্য্যপ্রিয় এবং স্ত্রীজাতির প্রতি যথোচিত সম্মান রক্ষণে পটু হয়। এই ব্যক্তি বিবাদ-বিসম্বাদকে বিশেষ ঘৃণা করে। আর একটি বিশেষত্ব যে, এই ব্যক্তিকে কেহ অগ্রাহ্য করিলে তাহার বড় প্রাণে লাগে।

(খ) এই ক্ষেত্র নিম্ন হইলে জাতক অলস এবং স্বার্থপর হয় এবং এই ব্যক্তিকে কেহ পছন্দ করে না।

শিষ্য—৬। মঙ্গলের ক্ষেত্র হইতে কি কি বিষয় জানা যায়, গুরুদেব?

গুরু—(ক) মঙ্গলের দুটি ক্ষেত্র আছে, একথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথম ক্ষেত্রটি হইতেছে বুধের ক্ষেত্রের নিম্নে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিম্নে। প্রথম ক্ষেত্রটি উচ্চ হইলে সকল

ার্য্যেই ভগবানের উপর নির্ভরতা বুঝায় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি উচ্চ হইলে াত্মসংযম, সাহস এবং উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

(খ) মঙ্গলের প্রথম ক্ষেত্রটি নিম্ন হইলে জাতক কাপুরুষ এবং াকা হয় এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রটি নিম্ন হইলে জাতক কাপুরুষ এবং নিষ্ঠুর য়।

শিষ্য—৭। চন্দ্রের ক্ষেত্র হইতে কি কি বিষয় জানা যায়?

গুরু—(ক) চন্দ্রের ক্ষেত্র উচ্চ হইলে পবিত্রতা, চিন্তাশীলতা, ঙ্গীতানুরাগ এবং জলপথে ভ্রমণ বুঝায়।

(খ) এই ক্ষেত্র নিম্ন হইলে চিন্তাশীলতার এবং মনের একাগ্রতার ভাব সূচনা করে।

শিষ্য—গুরুদেব! ক্ষেত্রসমূহের অর্থ এখন বেশ বুঝিলাম। এক্ষণে র্ব্বে যে সকল রেখা এবং চিহ্নের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদিগের র্থাদি জানিবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হইতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রেখার বর্ণঃ রেখাদির অর্থ

গুরু—রেখাদি বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে একটি কথা আমি তোমাকে বলিয়া রাখি—রেখার বর্ণ বিশেষ আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয়। মনে রাখিবে যে, লালবর্ণের রেখা কৃতকার্য্যতা, সরলতা এবং দানশীলতার পরিচায়ক। কালবর্ণের রেখা নিরানন্দভাব, ক্ষমা-বিমুখতা এবং সন্দিগ্ধ মনের পরিচায়ক। দুর্ভাগ্যবশতঃ কোন ব্যক্তির রেখা কালবর্ণের হইলে নিষ্ফলতা যেন সর্ব্বদাই তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলে।

শিষ্য—তাই নাকি? রেখার বর্ণের উপর ফলাফল এতটা নির্ভর করে, তাহা জানিতাম না। আপনার শ্রীমুখ হইতে যতই বাণী শুনিতেছি ততই আমার বিস্ময় বাড়িতেছে। এক্ষণে আয়ুরেখা কাহাকে বলে? ইহার লক্ষণই বা কি?

গুরু—বৎস, তোমার প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে রেখার বর্ণ সম্বন্ধে আরও ২।১টি কথা বলিতে হইল। দেখ, কৃষ্ণকায় ব্যক্তির হাতের রেখা লালবর্ণের হইতে পারে এবং গৌরবর্ণ লোকের হাতের রেখা কালবর্ণের হইতে পারে। অতএব মনে করিও না যে, ফরসা লোকের রেখা ফরসা হইবেই কিংবা কাল লোকের রেখাও কাল হইবেই। আশা করি, আমার বলিবার তাৎপর্য্য উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ। এক্ষণে আয়ু-রেখা সম্বন্ধে শোনো—

যে রেখাটি বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিম্ন হইতে অথচ অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনীর মধ্য স্থান হইতে উঠিয়া শুক্রের ক্ষেত্রের প্রাচীরস্বরূপ হইয়া

ম্নদেশে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, তাহাকেই **আয়ুরেখা** (The ife line, চিত্র ১, চিহ্ন ১৭) বলে। সুস্পষ্ট আয়ুরেখা দীর্ঘজীবন এবং ধু প্রকৃতির পরিচায়ক।

শিষ্য—এই আয়ুরেখা সম্বন্ধে আপনার আর কিছু বলিবার আছে, তঃ?

গুরু—আছে বই কি বৎস, মন দিয়া শোনো।

(ক) আয়ুরেখা কাল অথচ মোটা হইলে শারীরিক পীড়া, শঠতা বং রোষপ্রবণতা বুঝায়।

(খ) আয়ুরেখা শিকলের মত আকার হইলেও শারীরিক পীড়া ঝায়।

(গ) আয়ুরেখা ভগ্ন হইলে উৎকট পীড়া বুঝায়। কবে পীড়া হইবে, হার উত্তরে এইটুকু জানিও, যে বয়সে ভগ্ন হইয়াছে, সেইটি পীড়ার ৎসর। ইহাও জানিও ভগ্ন-চিহ্নটি এক হস্তে থাকিলে আরোগ্য লাভ, ন্তু উভয় হস্তে থাকিলে মৃত্যুরই সম্ভাবনা।

(ঘ) যদি কোন রেখা শুক্রের ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া আয়ুরেখা এবং ারোরেখাকে ভেদ করিয়া হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত যায়, তাহা হইলে আত্মীয়-য়োগ বুঝিতে হইবে।

(ঙ) যখন একটি সরল রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া বৃহস্পতির ক্ষেত্রে যায়, ইহাতে উন্নতি (আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার) বুঝায়; াবার সেই রেখাটি শনির ক্ষেত্রে গেলে ব্যবসায়ে উন্নতি, অর্থ এবং ান-সম্ভ্রম বুঝায়। আবার রবির ক্ষেত্রে গেলে যশ এবং অর্থ সূচনা করে; বং বুধের ক্ষেত্রে উপনীত হইলে, সাহিত্য কিংবা ব্যবসায় হইতে অর্থ বং খ্যাতি উভয়ই বুঝায়।

(চ) আয়ুরেখার প্রারম্ভে শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখার মিলন অতি দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক। ইহাতে মৃত্যুও হইতে পারে।

(ছ) আয়ুরেখা অঙ্গুষ্ঠ হইতে উত্থিত হইলে নিঃসন্তান যোগ বুঝায় (পুরুষ মানুষ সম্বন্ধেই এই নিয়মটি খাটে)।

শিষ্য—আচ্ছা, গুরুদেব, করতলে দুইটি আয়ুরেখা হইতে পারে কি যদি হয়, তার অর্থ কি ?

গুরু—দুইটি আয়ুরেখার কথা যাহা বলিতেছ, খুবই কম দেখা যা বৎস। একটি আয়ুরেখা অপরটি আয়ুরেখার সমান্তর ভাবে থাকে কিন্তু ভিতর দিকে অর্থাৎ শুক্রের ক্ষেত্রের দিকে (চিত্র ১, চিহ্ন ১৮) এই রেখা হস্তে বিদ্যমান থাকিলে জাতক উত্তম স্বাস্থ্য ভোগ করে এ কোন স্ত্রী-সম্পত্তির অধিকারী হয়। এই রেখাটির একটি বিশেষ না আছে—**মার্শালরেখা** (The Martial line)।

শিষ্য—ইহাকে মার্শালরেখা বলে কেন ? এই রেখা হাতে থাকি কি জাতক লড়ুয়ে হয় ?

গুরু—কতকটা তাই বটে। বডি-গার্ডের মত এই রেখাটি জাতকে বিপদাপদ হইতে রক্ষা করে।

শিষ্য—শিরোরেখা কাহাকে বলে ? ইহার লক্ষণই বা কি ?

গুরু—যে রেখা আয়ুরেখার প্রারম্ভ হইতে উত্থিত হইয়া করত আড়াআড়ি ভাবে চন্দ্রের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যায়, তাহাকেই **শিরোরে** (The Head line, চিত্র ১, চিহ্ন ১৯) বলে।

শিষ্য—এই শিরোরেখা সম্বন্ধে কিছু জানিবার আছে, গুরুদেব ?

গুরু—আছে বই কি, বৎস। শিরোরেখা সম্বন্ধে এই কয়েকটি ক মনে রাখিবে—

(ক) শিরোরেখা মোটা এবং কাল হইলে জাতক কর্ম্ম-কুণ্ঠ হয়; সে ব্যক্তি যকৃৎ-সম্বন্ধীয় পীড়ায় (liver trouble) কষ্ট পায়।

(খ) শিরোরেখা শিকলের মত হইলে জাতক চপল-স্বভাব হয়।

(গ) ভগ্ন শিরোরেখা মস্তকে বিশেষ আঘাতের পরিচায়ক; উভয় হস্তে থাকিলে মৃত্যুর সম্ভাবনা।

(ঘ) উভয় হস্তেই এই শিরোরেখা কেবলমাত্র শনির ক্ষেত্র পর্য্যন্ত গেলে অকালমৃত্যু বুঝায়।

(ঙ) শিরোরেখা করতলের পার্শ্ব পর্য্যন্ত উপনীত হইলে জাতক নীচ মন এবং কৃপণ-স্বভাব হয়।

(চ) শিরোরেখা হৃদয়রেখার নিকটে থাকিলে জাতকের হৃৎপিণ্ড (Heart) এবং যকৃতের পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ইহা ছাড়া জাতক লোভী এবং আত্ম-প্রশংসা-প্রিয় হয় (যাহাকে হাম-বড়া বলে)।

(ছ) শিরোরেখা হৃদয়রেখা হইতে কিছু বেশী দূরে থাকিলে জাতক সাধু-প্রকৃতি এবং সমবেদনাপূর্ণ হয়।

(জ) যগুপি শিরোরেখা আয়ুরেখা হইতে উত্থিত হইয়া নিম্ন-দেশে গিয়া দ্বিধা বিভক্ত হয়, বুঝিতে হইবে জাতক সাহিত্য এবং সমালোচনা-প্রিয়।

(ঝ) শিরোরেখা বাঁকিয়া চন্দ্রের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত গেলে জাতক শিথিল-স্বভাব, কাল্পনিক, পগু লিখিতে পটু এবং গুহ্য বিগ্বায় পারদর্শী হয়।

(ঞ) শিরো এবং আয়ুরেখা করতলে অনেক দূর পর্য্যন্ত মিলিত হইয়া থাকিলে জাতক অতীব সাবধানতা-প্রিয় হয়। ফল এই দাঁড়ায় যে, কোন সুযোগ উপস্থিত হইলে সেই সম্বন্ধে বিচার করিতে করিতে সেই সুযোগটি নষ্ট হইয়া যায়।

শিষ্য—গুরুদেব! এই সমস্ত আভাসের জন্য আমি আপনার নি
চিরবাধিত রহিলাম। এ অধমের প্রতি আপনার কৃপা যথেষ্ট। কি
একটি কথা আপনার কাছে জানিতে ইচ্ছা করি। কোন কোন হা
দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত আদৌ মিলি
নহে, উভয়ের মধ্যে ফাঁক রহিয়াছে। ইহার বিশেষ অর্থ কি
আছে কি?

গুরু—আমি বড়ই লজ্জিত হইলাম। এমন একটা গুরুতর কথা আ
তোমাকে বলিতে একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, জানিও তোম
প্রশ্নটি অতি প্রয়োজনীয় এবং ইহার বিশেষ অর্থও আছে। শিরোরে
এবং আয়ুরেখার মধ্যে ফাঁক থাকিলে অর্থাৎ এই দুইটি রেখা আ
মিলিত না হইলে বুঝিতে হইবে যে, জাতক অহঙ্কারী, অভিজ্ঞ, অস
সাহসী এবং খামখেয়ালী হয়। তাহার সাহস এত বেশী যে, তাহা
সাহস না বলিয়া দুঃসাহসই বলা উচিত।

শিষ্য—আচ্ছা, করতলে দুইটি শিরোরেখা সম্ভব কি? ইহার লক্ষ
বা কি?

গুরু—হাঁ, তা সম্ভব। এইরূপ হইলে জাতক ধূর্ত্ত এবং কৃপণে
একশেষ হয়। 'ডবল' শিরোরেখা থাকিলে জাতক প্রায়ই বিপরী
প্রকৃতির লোক হয়। কখন দয়ার পরাকাষ্ঠা দেখায়, কখনও বা নিষ্ঠুরত
পরাকাষ্ঠা দেখায়। এইরূপ হইলেও তাহার নিকট নী[illegible]-বিষয়ক পরা
পাওয়া যায়।

শিষ্য—হৃদয়রেখা কাহাকে বলে, গুরুদেব? তার লক্ষণই বা কি?

গুরু—যে রেখাটি বুধের ক্ষেত্রের নিম্ন হইতে উত্থিত হইয়া বৃহস্পতি
ক্ষেত্রের দিকে যায়, তাহাকে **হৃদয়রেখা** (The Heart line) ব

চিত্র ১, চিহ্ন ২০)। এই রেখাটি সুস্পষ্ট হইলে জাতক সরল এবং শান্ত-প্রকৃতির হয়।

শিষ্য—এই রেখা সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার আছে, গুরুদেব ?

গুরু—এই রেখা সম্বন্ধে নিম্নের কয়টি কথা জানা আবশ্যক—

(ক) হৃদয়রেখাটি ছোট ছোট রেখা বা ফুটকি দ্বারা ছিন্ন হইলে প্রণয়-বিষয়ে নিরাশ বুঝায়।

(খ) হৃদয়রেখা শিকলের মত হইলে চরিত্রহীনতা বুঝায়।

(গ) হৃদয়রেখা ভগ্ন হইলে মানসিক অশান্তি এবং স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা বুঝায়।

(ঘ) হৃদয়রেখা গড়াইয়া শিরোরেখা এবং আয়ুরেখার সহিত মিলিত হইলে অপঘাত মৃত্যু বুঝায়।

(ঙ) হৃদয়রেখা শেষভাগে দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া একটি শাখা শনির ক্ষেত্রে এবং অপরটি বৃহস্পতির ক্ষেত্রে গেলে দিন দিন উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি বুঝায়।

(চ) হৃদয়রেখা এবং শিরোরেখা মিলিত হইয়া (অর্থাৎ একটি রেখা হইয়া) গেলে জাতক নির্ভীক, একগুঁয়ে এবং মাথা-পাগলা হয়।

শিষ্য—অতি সুন্দর গুরুদেব। একটি কথা আমার মনে পড়িতেছে, এইটির সম্বন্ধে আপনাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। দেখুন, যতদূর স্মরণ হইতেছে, আমার একটি বন্ধুর হাতে হৃদয়রেখা আদৌ নাই।

গুরু—এইটি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা। তুমি এই সব বিষয় জানিবার জন্য এত ব্যগ্র, ইহাতে আমি খুব খুসী। দেখ, করতলে হৃদয়রেখা না থাকিলে জাতক প্রায়ই শঠ এবং ভক্ত-বিটেল হয়। সে লোক হার্টের

পীড়ায় (Heart disease) অল্প বয়সে মারা যায়। ভাল কথা, এই হৃদয়রেখা সম্বন্ধে একটি বিশেষ আবশ্যকীয় কথা বলিতে ভুলিয়া যাইতেছিলাম। তুমি কখন কখন দেখিবে যে, হৃদয়রেখা বৃহস্পতির ক্ষেত্রের উপর দিয়া গিয়া তর্জ্জনীকে বেষ্টন করিয়া আছে; ইহার নাম **সলোমন-বন্ধনী** (Solomon's Ring)। ইহার কথা পরে বিশদরূপে বলিব, বৎস।

শিষ্য—আচ্ছা, আর একটি কথা। এই হৃদয়রেখা দুইটি হইতে পারে না? ইহার লক্ষণই বা কি?

গুরু—হুঁ, হইতে পারে, কিন্তু বড় কম। এরূপ থাকিলে জাতকের ঈশ্বরভক্তি এবং ধর্ম্মানুরাগ অতি প্রবল হয়।

শিষ্য—ভাগ্যরেখা কাহাকে বলে? ইহার লক্ষণই বা কি?

গুরু—যে রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া শনির ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যায়, তাহাকেই **ভাগ্যরেখা** (The Fortune line, চিত্র ১, চিহ্ন ২১) বলে। সুস্পষ্ট ভাগ্যরেখা সুখ, আনন্দ এবং ঐশ্বর্য্য প্রদান করে। ইহার আর একটি নাম **ফেট লাইন** (The Fate line); কারণ, এই রেখা হইতে জাতকের শুভাশুভ, ভালমন্দ সবই জানা যায়।

শিষ্য—এই রেখা সম্বন্ধেও আপনার কিছু বলিবার আছে, বোধ হয়।

গুরু—ঠিক বলেছ; বৎস, আছে বই কি। এই কয়টি কথা মনে রাখিও—

(ক) বক্র বা ভগ্ন ভাগ্যরেখা দারিদ্র্য এবং দুর্দ্দশার পরিচায়ক।

(খ) ভাগ্যরেখা করতলের মধ্য স্থান হইতে উঠিলে জাতক নিজের চেষ্টায় উন্নতি করে।

(গ) ভাগ্যরেখা চন্দ্রের ক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইলে জাতকের উন্নতি সাধারণের মর্জ্জির উপর নির্ভর করে, যেমন থিয়েটারের অভিনেতাদের (Stage actors)। আরও এক কথা, জাতককে চিরকাল খাটিয়া খাইতে হইবে।

(ঘ) ভাগ্যরেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিলে বুঝিতে হইবে যে, জাতক নিজের চেষ্টায় ধনী হইয়াছে।

(ঙ) ভাগ্যরেখা শনির অঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্বের অর্দ্ধেকটা পর্য্যন্ত গমন করিলে বুঝিতে হইবে যে, জাতক প্রথমে খুব উন্নতি করিয়া পরে অত্যন্ত কষ্ট পায়—এত কষ্ট যে, অবশেষে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে পারে।

(চ) ভাগ্যরেখার একটি শাখা বৃহস্পতির ক্ষেত্রে গেলে জাতক সরকারী উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়।

শিষ্য—গুরুদেব! এই সকল কথা অতি বিস্ময়কর বটে। এক্ষণে একটি জিনিষ আমার জানিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমাদের একটি চাকরের হাতে দেখিয়াছি, তাহার করতলে ভাগ্যরেখা আদৌ নাই। ইহার অর্থ কি?

গুরু—ভাগ্যরেখা হাতে না থাকিলে জাতক প্রায়ই নির্ধন এবং ভয়-তরাসে হয়। আরও একটি কথা, মাছ-মাংসে তাহার বড় স্পৃহা থাকে না।

শিষ্য—আচ্ছা, গুরুদেব, হাতে দুইটি ভাগ্যরেখা থাকিতে পারে কি? ইহার লক্ষণই বা কি?

গুরু—তাহা হইতে পারে, কিন্তু ইহার ফল বিসদৃশ। তুমি হয়ত মনে করিবে এরূপস্থলে অদৃষ্ট দ্বিগুণ ফলিবে, কিন্তু তা নয়। ভাগ্য-

রেখা সৌভাগ্য প্রদান না করিয়া দুর্ভাগ্য আনয়ন করে, কেননা ইহাতে জাতকের নৈতিক অবনতি এবং স্বাস্থ্যহীনতা দুই-ই ঘটে।

শিষ্য—এ সকল কথা খুবই আশ্চর্য্যজনক বটে। আপনার শ্রীমুখ হইতে না শুনিলে হয়ত বিশ্বাস হইত না। এক্ষণে রবিরেখা কাহাকে বলে, তাহা বলুন। ইহার লক্ষণই বা কি ?

গুরু—যে রেখা আয়ুরেখা হইতে অথবা মঙ্গলের সমতল ক্ষেত্র হইতে (The Plain of Mars) উত্থিত হইয়া রবির ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যায়, তাহাকেই **রবিরেখা** (The Apollo line, চিত্র ১, চিহ্ন ২২) বলে। এই রেখা হইতে জাতকের অর্থ, মান-সম্ভ্রম সবই বুঝায়। এই রেখার আর একটি নাম লাইন অভ ব্রীলিয়্যান্সী' (The Line of Brilliancy) বা দীপ্তি-কররেখা।

শিষ্য—ইহাকে দীপ্তি-কররেখা বলে কেন, কৃপা করিয়া বলিবেন কি ?

গুরু—এই রেখার প্রয়োজনীয়তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। কোন ব্যক্তির হস্তে রবিরেখা যদি না থাকে, অন্যান্য শুভ লক্ষণ থাকিলেও কিংবা সে ব্যক্তি দক্ষ এবং কর্ম্মক্ষম হইলেও জীবনটা দীপ্তিহীন হয়, তাহার জীবন অন্ধকারেই কাটে অর্থাৎ প্রায়ই উন্নতি করিতে পারে না। এই কারণেই এই রেখাটিকে দীপ্তি-কররেখা (Line of Brilliancy) বলা হয়।

শিষ্য—এই দীপ্তি-কররেখা যখন এত আবশ্যকীয়, তখন ইহার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই কিছু শুনিবার আছে।

গুরু—ঠিক বলিয়াছ, বৎস, শোনো—

(ক) এই রবিরেখা উভয় হস্তে ভগ্ন হইলে জাতক দশকর্ম্মান্বিত হয়, কিন্তু কোন কর্ম্মে পারদর্শী হয় না।

(খ) এই রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিলে সাহিত্য, কলাবিদ্যা বা নাটক প্রভৃতি হইতে যশোলাভ হয়।

(গ) এই রেখা চন্দ্রের ক্ষেত্র হইতে উঠিলে অপরের সাহায্যে জাতকের যশ ও মান লাভ হয়।

(ঘ) এই রেখা হৃদয়রেখা হইতে উঠিলে সাহিত্য বা কলাবিদ্যার সাহায্যে ধন এবং যশোলাভ হয়।

শিষ্য—গুরুদেব! আপনি যে সমস্ত কথা শুনাইলেন, ইহার জন্য আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম। আপনি আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। এই রবিরেখা দুইটি হইতে পারে কি? আর ইহার লক্ষণই বা কি?

গুরু—প্রায় দেখা যায় না, বৎস। ইহা মা লক্ষ্মীর কৃপার পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শিষ্য—স্বাস্থ্যরেখা কাহাকে বলে, গুরুদেব? ইহার লক্ষণই বা কি?

গুরু—যে রেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া অথচ আয়ুরেখা স্পর্শ না করিয়া বুধের ক্ষেত্রে যায়, তাহাকে **স্বাস্থ্যরেখা** (The Hepatic line, চিত্র ১, চিহ্ন ২৩) বলে। এই রেখা স্বাস্থ্যের পরিচায়ক।

শিষ্য—এই রেখা সম্বন্ধে কিছু জানিবার আছে কি?

গুরু—এই রেখা সম্বন্ধে এই কয়টি কথা জানিও—

(ক) ইহা আয়ুরেখা হইতে পৃথক্ হইলে জাতক দীর্ঘজীবী হয়।

(খ) করতলে এই রেখা না থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, জাতক ধড়িবাজ এবং বাচাল।

শিষ্য—আচ্ছা, দুইটি স্বাস্থ্যরেখা হাতে পাওয়া যায় কি? ইহার লক্ষণই বা কি?

গুরু—দুইটি স্বাস্থ্যরেখা বড় একটা দেখা যায় না। তবে সৌভাগ্য-ক্রমে কাহারও হস্তে থাকিলে বুঝিতে হইবে সে-ব্যক্তি নির্ম্মল-চরিত্র, স্বাস্থ্যবান্ এবং ধনবান্ হইবে।

শিষ্য—'ভায়া ল্যাসসিভা' কাহাকে বলে, গুরুদেব? ইহার লক্ষণই বা কি?

গুরু—যে রেখা স্বাস্থ্যরেখার সমান্তরভাবে গিয়া বুধের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে **'ভায়া ল্যাসসিভা'** (Via Lasciva, চিত্র ১, চিহ্ন ২৪) বলে। এই রেখা সুস্পষ্ট এবং অভগ্ন হইলে জাতক দীর্ঘায়ু হয় এবং চিরকাল সুখ ভোগ করে।

শিষ্য—এই রেখা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার আছে, গুরুদেব?

গুরু—এই রেখা সম্বন্ধে কেবলমাত্র একটি কথা জানিবার আছে—এই রেখা বরাবর সোজাভাবে বুধের ক্ষেত্রে গেলে জাতক প্রসিদ্ধ বাগ্মী হয়।

শিষ্য—শুক্র-বন্ধনী কাহাকে বলে? ইহার লক্ষণই বা কি?

গুরু—যে রেখা বৃহস্পতির ক্ষেত্র হইতে উত্থিত হইয়া অর্দ্ধমণ্ডলভাবে বুধের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যায়, তাহাকেই **শুক্র-বন্ধনী** (The Girdle of Venus, চিত্র ১, চিহ্ন ২৫) বলে। এই রেখা সুস্পষ্ট হইলে জাতকের যথেষ্ট লিখিবার ক্ষমতা (বিশেষতঃ সাহিত্য সম্বন্ধে) থাকে। তার অসাধারণ প্রতিভা এবং কর্ত্তব্য বিষয়ে জ্ঞানও বর্ত্তমান থাকে। কেবল তাহাই নহে; অধ্যাত্মবাদ এবং তন্ত্রশাস্ত্রেও সে ব্যক্তির বিশেষ অনুরাগ জন্মায়। ধর্ম্মে মতি-গতিও তার খুব প্রবল হয়।

শিষ্য—শুক্র-বন্ধনীর প্রয়োজনীয়তা ত বুঝিলাম। কিন্তু এই রেখাটিকে শুক্র-বন্ধনী বলে কেন? শুক্র গ্রহের সহিত ইহার ত বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখি না।

গুরু—শুক্র-বন্ধনী কেন বলে জান?—শুক্র গ্রহ কুভাবে অবস্থান করিলে জাতক প্রায়ই ইন্দ্রিয়সেবায় রত বা অসচ্চরিত্র হয়; কিন্তু করতলে শুক্র-বন্ধনী বর্ত্তমান থাকিলে আত্মসংযম আপনি আসে।

শিষ্য—বটে! কিন্তু এই শুক্র-বন্ধনী যদি ভগ্ন হয়?

গুরু—রেখা ভগ্ন হইলেই তাহার দ্বারা ইষ্ট না হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে, ইহা জানিও। সুতরাং শুক্র-বন্ধনী ভগ্ন হইলে জাতক অত্যন্ত স্বার্থপর এবং বিষয়াসক্ত হয়। এ দুইটি কি ভাল?

শিষ্য—আচ্ছা, গুরুদেব, এই শুক্র-বন্ধনী স্ত্রীলোকের হস্তেও থাকিতে পারে ত?

গুরু—এই প্রশ্নটি কেন যে তোমার মনে উদয় হইল, বুঝিলাম না। এ রেখা স্ত্রীলোকের হস্তে কেনই বা না থাকিবে—তাহারাও ত' বিধাতার সৃষ্ট জীব। স্ত্রীলোকের হস্তে এই রেখা থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাকে সময়ে সময়ে হিষ্টিরিয়া (hysteria) রোগে কষ্ট পাইতে হইবে। দেখা গিয়াছে যে, এই রোগ আক্রমণকালে (during hysteric fits) জাতিকা ধর্ম্ম-বিষয়ে গান গাহিতেছে।

শিষ্য—গুরুদেব, এক্ষণে সলোমন-বন্ধনী সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিবার আছে, কৃপাপূর্ব্বক বলুন। আপনি হৃদয়রেখা ব্যাখ্যা করিবার সময় বলিয়াছিলেন, এই সলোমন-বন্ধনী বিষয়ে পরে বিশদরূপে বর্ণনা করিবেন।

গুরু—যদি হৃদয়রেখা বৃহস্পতির ক্ষেত্রের উপর দিয়া গিয়া তর্জ্জনীকে বেষ্টন করে, তাহাকেই **সলোমন-বন্ধনী** (Solomon's Ring) বলে। এ কথা তুমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছ। সেই রেখা সুস্পষ্ট হইলে জাতক পরিণামদর্শী এবং গুহ্য-বিদ্যায় পারদর্শী (বিশেষতঃ কর-কোষ্ঠী বিচারে) হয়। কেবল তাহাই নহে, সে-ব্যক্তি সৌভাগ্যক্রমে সৎ গুরু লাভ করে।

শিষ্য—এই রেখা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় কি, গুরুদেব?

গুরু—প্রায়ই না, জানিও।

শিষ্য—শনি-বন্ধনী কাহাকে বলে, গুরুদেব? ইহার লক্ষণই বা কি?

গুরু—শনির অঙ্গুলি (অর্থাৎ মধ্যমার) নিম্নে একটি অর্দ্ধমণ্ডল থাকিলে **শনি-বন্ধনী** (The Saturn Ring, চিত্র ১, চিহ্ন ২৬) বলে। ইহা বিবাদ এবং বিপত্তির পরিচায়ক মাত্র।

শিষ্য—প্রত্যক্ষ-দর্শনরেখা কাহাকে বলে; গুরুদেব? ইহাতে বুঝায়ই বা কি?

গুরু—যে রেখা বুধের ক্ষেত্র হইতে অর্দ্ধমণ্ডলভাবে চন্দ্রের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যায়, তাহাকেই **প্রত্যক্ষ-দর্শনরেখা** (The Intuition line, চিত্র ১, চিহ্ন ২৭) বলে। যে ব্যক্তির হস্তে সৌভাগ্যক্রমে এই রেখা বিদ্যমান থাকে, তাহার গুহ্য-বিদ্যায় বিশেষ ক্ষমতা জন্মায় অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় দর্শন-শক্তি, কর-কোষ্ঠী-বিচার-বিষয়ে পারদর্শিতা, অপরের মনোভাব জানিবার ক্ষমতা এবং ভবিষ্যৎ কথনে সক্ষমতা হয়।

শিষ্য—পূজ্যপাদ গুরুদেব! এ রেখাটি কি বড় কম দেখা যায়?

গুরু—হাঁ বৎস, বড়ই কম দেখা যায়—দেখা যায় না বলিলেও চলে।

শিষ্য—তাহার লক্ষণ কি?

গুরু—দেখ বৎস, বিধাতার এই বিশাল সাম্রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নয়, যে ব্যক্তি সৌভাগ্যক্রমে এই রেখা লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহার দিব্য চক্ষু থাকে।*

*গ্রন্থকার আজ চল্লিশ বৎসরকাল এই কর-কোষ্ঠী বিচারে নিযুক্ত, কিন্তু এ পর্য্যন্ত এই রেখা কেবলমাত্র একটি লোকের (একজন ইংরাজের) হস্তে দেখিতে পাইয়াছেন। ইনি কলিকাতার কোন সওদাগরী আপিসের বড়-সাহেব ছিলেন।

শিষ্য—আমার অদৃষ্টে এই বিরল রেখা দেখা কি ঘটিবে না, গুরুদেব ? ক্ষণে, বিবাহ-রেখা সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিবার, কৃপাপূর্ব্বক বলুন। এই ম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে। এই রেখা রতলে কোথায় থাকে, গুরুদেব ?

গুরু—যে রেখা হস্তপার্শ্ব হইতে উঠিয়া আড়াআড়িভাবে বুধের ক্ষত্রটিকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত, তাহাকেই **বিবাহরেখা** (The Marriage line, চিত্র ১, চিহ্ন ২৮) বলে।

শিষ্য—এই বিবাহরেখা সম্বন্ধে অনেক কথাই আমার জানিবার আছে। আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। সর্ব্বপ্রথমে একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে বাসনা হইতেছে। কোন কোন ব্যক্তির হস্তে ৩।৪টি বিবাহরেখা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমার বেশ জানা আছে যে, তাহাদের একবার বই বিবাহ হয় নাই। ইহার অর্থ কি ?

গুরু—এই যে ৩।৪টি রেখার কথা বলিতেছ বৎস, এগুলি সব বিবাহরেখা নয়। যে রেখাগুলি লম্বা, সেইগুলি বিবাহরেখা বটে, কিন্তু যে রেখাগুলি ছোট, সেগুলিতে অনুরাগ বা বিবাহের প্রস্তাব বুঝায় মাত্র।

শিষ্য—এই আবশ্যকীয় রেখা সম্বন্ধে আপনার নিশ্চয়ই কিছু বলিবার আছে, গুরুদেব।

গুরু—হাঁ, বৎস, ঠিক বলিয়াছ। এই বিবাহরেখা সম্বন্ধে আমার কয়টি কথা মনে রাখিবে।

(ক) বিবাহরেখা বক্রভাবে হৃদয়রেখার দিকে নামিয়া গেলে মধ্য বয়সে জাতকের স্ত্রীর মৃত্যু বা জাতিকার স্বামীর মৃত্যু বুঝায় (চিত্র ৩, চিহ্ন ২৮-এ)।

(খ) বিবাহরেখার শেষাংশ নামিয়া গিয়া হৃদয়রেখার সহিত মিলিত হইলেও জাতকের স্ত্রীর মৃত্যু বা জাতিকার স্বামীর মৃত্যু বুঝায়, কিন্তু বিপদটি অতর্কিত ভাবে আসিয়া পড়ে (চিত্র ৩, চিহ্ন ২৮-বি)।

(গ) বিবাহরেখা শুক্র-বন্ধনীর সহিত মিলিত হইলে জাতকের স্ত্রী গুণবতী হয় না; সুতরাং বিবাহও সুখের হয় না (চিত্র ৩, চিহ্ন ২৮-সি)।

শিষ্য—কোন কোন হস্তে দেখা যায় যে, বিবাহরেখা ভগ্ন। ইহার অর্থ কি, গুরুদেব ?

গুরু—ইহাতে স্ত্রীর বা স্বামীর হঠাৎ মৃত্যু বুঝায়।

শিষ্য—কোন কোন হস্তে দেখা যায় বিবাহরেখাটি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার কোন বিশেষ অর্থ আছে কি, গুরুদেব ?

গুরু—যে স্থলে বিবাহরেখাটি দ্বিধা-বিভক্ত হইয়া যায়, এবং একটি শাখা হৃদয়রেখার সহিত মিলিত হয়; ইহাতে জাতকের বা জাতিকার স্বাস্থ্যহানির পরিচয় দেয়। আর এক কথা—বিবাহরেখা যদি দ্বিধা-বিভক্ত হয় এবং দুইটি ভাগই হৃদয়রেখার দিকে ঢলিয়া পড়ে, তাহা বিবাহ-বন্ধনের ছেদ বুঝায়।

শিষ্য—বিবাহরেখায় যব-চিহ্ন থাকিলে কি হয়, গুরুদেব ?

গুরু—বৎস, এই চিহ্নটি বড়ই অমঙ্গলসূচক জানিবে। বিবাহটি সুখের না হইয়া দুঃখেরই হয়; ইহাতে প্রায়ই স্ত্রী-পুরুষে বিচ্ছেদ বা বে-বনিবনাও ঘটে (চিত্র ৩, চিহ্ন ২৮-ডি)।

শিষ্য—আমি একটি বন্ধুর হস্তে দেখিয়াছি বিবাহ[illegible] রবিরেখাতে আসিয়া মিলিয়াছে। ইহার অর্থ কি, গুরুদেব ?

গুরু—ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, জাতকের বিখ্যাত বিভবশালিনী কন্যার সহিত বিবাহ হইবে।

শিষ্য—কখনো কখনো আমরা দেখিতে পাই যে. বিবাহরেখাগুলি তত গভীর নয়। ইহার কোন অর্থ আছে কি, গুরুদেব?

গুরু—ওগুলি গুপ্ত প্রণয়-রেখা মাত্র; বিবাহরেখা নয়।

শিষ্য—আমার যতদূর স্মরণ হইতেছে আমি দেখিয়াছিলাম আমার একটি মামাত ভাই-এর হস্তে বিবাহরেখাটি নীচের দিকে না গিয়া উপর দিকে গিয়াছে। এ কি রকম, গুরুদেব?

গুরু—এ রেখার অর্থ গূঢ় জানিবে, বৎস, এই চিহ্ন থাকিলে জাতক চিরকুমার থাকে।

শিষ্য—অনেক নূতন কথা শুনাইলেন, পূজ্যপাদ গুরুদেব! এক্ষণে কথা হইতেছে, এই বিবাহরেখা হইতে বিবাহের সময় ঠিক করা যায় কি?

গুরু—অনেকটা। বিবাহরেখা হৃদয়রেখার নিকটে থাকিলে বিবাহটা অল্প বয়সেই (প্রায় ১৬ বৎসরের ভিতর) হইয়া থাকে, কিন্তু এই রেখাটি আর একটু উপরে থাকিলে অর্থাৎ বুধের ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে থাকিলে ৩০ বৎসরের ভিতর বিবাহ হয়; আরও উপরে থাকিলে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ হইতে পারে।

শিষ্য—সন্তানরেখাগুলি কোথায় থাকে, গুরুদেব? উহাদের সম্বন্ধে কিছু বলুন।

গুরু—যে রেখাগুলি বিবাহরেখার উপর লম্বা ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, সেইগুলিই **সন্তানরেখা** (চিত্র ৩, চিহ্ন ৩২, ৩৩)।

শিষ্য—বিবাহরেখার উপর লম্বমান রেখাগুলি যদি ক্ষুদ্র হয়, তাহার কোন অর্থ আছে কি?

গুরু—আছে বই কি। এইরূপ হইলে গর্ভপাত বুঝায়। জানিও ঐ সন্তানরেখাগুলি ভগ্ন হইলেও গর্ভপাত বুঝায়।

শিষ্য—আচ্ছা, গুরুদেব, কি সন্তান হইবে—অর্থাৎ পুত্রসন্তান ব কন্যা, ইহা জানিবার কিছু উপায় আছে কি?

গুরু—সন্তানরেখাগুলি সুস্পষ্ট হইলে প্রায়ই পুত্রসন্তান হয় এব অস্পষ্ট হইলে প্রায়ই কন্যাসন্তানের পরিচায়ক।

শিষ্য—বিবাহরেখার কোন্ দিক হইতে সন্তান গণনা করিতে হয়?

গুরু—হস্ত-পার্শ্ব হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহরেখার উপর সন্তান-রেখাগুলি নিরীক্ষণ করিতে হয়।

শিষ্য—পার্শ্বরেখা কাহাকে বলে? ইহার লক্ষণই বা কি?

গুরু—হস্ত-পার্শ্বে (অর্থাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্নে) যে সকল রেখা থাকে, তাহাদিগকে **পার্শ্বরেখা** (Percussion Lines) বলে। ক্ষেত্রবিশেষে তাহাদিগের অর্থ বুঝিতে হইবে, যেমন—

(ক) মঙ্গলের প্রথম ক্ষেত্রের উপর দুইটি গভীর রেখা থাকিলে জাতক শত্রু হইতে কষ্ট পায় (চিত্র ৩, চিহ্ন ৩৪, ৩৪-ক)।

(খ) চন্দ্রের ক্ষেত্রের উপর দুইটি রেখা থাকিলে সমুদ্রযাত্রা বুঝায় (চিত্র ৩, চিহ্ন ৩৫, ৩৫-ক)।

শিষ্য—আয়ু-বন্ধনী কাহাকে বলে? ইহার লক্ষণই বা কি?

গুরু—যে তিনটি রেখা মণিবন্ধকে বেষ্টন করিয়া থাকে, তাহাদিগকে আয়ু-বন্ধনী বলে (The Bracelets of Life, চিত্র ১, চিহ্ন ২৯)। আয়ু-বন্ধনী সুস্পষ্ট হইলে জাতকের ভাগ্যে উত্তম স্বাস্থ্য, সুখ, শান্তি এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।

শিষ্য—এই আয়ু-বন্ধনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিবার আছে কি, গুরুদেব?

গুরু—হাঁ, আছে। শোনো—

ক) আয়ু-বন্ধনী শিকলের মত হইলে দুঃখ-কষ্টেই জীবনটা কাটিয়া

খ) আয়ু-বন্ধনী হইতে কোন রেখা উঠিয়া বুধের ক্ষেত্রে গেলে হঠাৎ
াভ বুঝায়।

গ) আয়ু-বন্ধনী হইতে কোন রেখা উঠিয়া রবির ক্ষেত্রে গেলে
চ কোন ধনবান ব্যক্তির অনুগ্রহ এবং সাহায্য প্রাপ্ত হয়।

ঘ) আয়ু-বন্ধনী হইতে কোন রেখা উঠিয়া বৃহস্পতির ক্ষেত্রে
কোন বৃদ্ধার সহিত বিবাহ বুঝায়।

শিষ্য—বড়ই আশ্চর্য্য কথা। এই সম্বন্ধে একটি কথা জিজ্ঞাসা
ত বাসনা হইতেছে। কাহারও কাহারও হস্তে আয়ু-বন্ধনীর উপর
জ-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ কি, গুরুদেব?

গুরু—আয়ু-বন্ধনীর উপর ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে জাতকের বৃদ্ধ বয়সে
ও মান লাভ হয় (চিত্র ৩, চিহ্ন ৩৬)। এই আয়ু-বন্ধনী সম্বন্ধে
: কথা বলিয়া রাখি, ইহার উপর তারা-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৩,
৩৭) কোন অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্তি অথবা
াধিকারসূত্রে অর্থ প্রাপ্তি বুঝিতে হইবে।

শিষ্য—আপনার শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, আয়ু-বন্ধনী সুপুষ্ট হইলে উত্তম
বুঝায়। আচ্ছা গুরুদেব, ইহা হইতে পরমায়ু নিরূপণ করা
কি?

গুরু—হাঁ, বৎস, ইহা হইতে পরমায়ু নিরূপিত হয়। আয়ু-বন্ধনীর
্রক রেখা হইতে ৩০ বৎসর পরমায়ু বুঝায়।

শিষ্য—মঙ্গলের সমতল ক্ষেত্র কোন্‌টি? ইহার লক্ষণই
ক?

গুরু—একদিকে আয়ুরেখা, অন্যদিকে শিরোরেখা, আর এক স্বাস্থ্যরেখা, এই তিনটি রেখার ভিতরে ত্রিভুজাকার যে স্থা তাহাকেই মঙ্গলের **সমতলক্ষেত্র** (The Plain of Mars, ১, চিহ্ন ৩০) বলে। এই ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রটি সুস্পষ্ট হইলে জ দীর্ঘজীবী এবং উন্নতিশীল হয়।

গুরু—(ক) এই ত্রিভুজের ভিতর ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে জ কলহপ্রিয় ও খিট্‌খিটে মেজাজের হয়।

(খ) যদি এই ত্রিভুজের ভিতর কোন অৰ্দ্ধমণ্ডল শিরোরেখার থাকে (চিত্র ৩, চিহ্ন ৩৮), তাহা হইলে জাতক আত্মহত্যা করিতে পারে

(গ) কিন্তু এই অৰ্দ্ধমণ্ডল স্বাস্থ্যরেখার উপর থাকিলে (চিত্র চিহ্ন ৩৯) জাতকের উত্তম স্বাস্থ্য এবং শ্রীবৃদ্ধি বুঝায়।

শিষ্য—এই ত্রিভুজ করতলে নাও থাকিতে পারে ত ?

গুরু—তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ, বৎস, এই ত্রিভুজ করতলে ন থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার অর্থ কি জান ? সেই জাতক দুর্দ্দি কষ্ট পায়, রোগে ভুগিয়া থাকে এবং অল্প বয়সে মৃত্যু হইতে পারে।

শিষ্য--হস্ত-চতুষ্কোণ কোন্‌টিকে বলে, গুরুদেব ? ইহার লক্ষণই বা

গুরু—শিরোরেখা, হৃদয়রেখা, ভাগ্যরেখা এবং রবিরেখা পরিবে যে চতুষ্কোণ স্থানটুকু তাহাকেই **হস্ত-চতুষ্কোণ** (The Quadran of the Hand, চিত্র ১, চিহ্ন ৩১) বলে এই হস্ত-চতুষ্কোণ সু এবং প্রশস্ত হইলে জাতক উদার-প্রকৃতির এবং ন্যায়পরায়ণ হয়।

শিষ্য—পূজ্যপাদ গুরুদেব! রেখা সম্বন্ধে আপনার শ্রীমুখ হই যাহা কিছু শুনিলাম, তাহাতে কৃতকৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে চিত্র স যাহা কিছু বলিবার আছে, কৃপাপূর্ব্বক বলুন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চিহ্নাদির অর্থ

গুরু—আচ্ছা বৎস, শোনো। যাহাই হউক, তোমাকে এরূপ সন্ধিৎসু দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম।

তারাচিহ্ন * (The Star)

তারাচিহ্ন হইতেই আরম্ভ করা যাউক। তারাচিহ্ন বৃহস্পতি এবং ‍র ক্ষেত্রে ছাড়া অধিকাংশ স্থলেই অমঙ্গলসূচক।

(ক) বৃহস্পতির ক্ষেত্রে তারাচিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৪, চিহ্ন ৪০) ‍তকের বিবাহটি সুখের হয়, কেবল তাহাই নহে, বিবাহের পর হইতে ‍তি হয়, বাসনা পূর্ণ হয় এবং সুখ্যাতি লাভ হয়।

(খ) শনির ক্ষেত্রে তারাচিহ্ন থাকিলে জাতকের সর্পাঘাত বা ‍ঘাত হইতে মৃত্যু বুঝায়।

(গ) রবির ক্ষেত্রে তারাচিহ্ন থাকিলে অর্থ এবং সুখ্যাতির সূচনা ‍র, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক অশান্তিও আসে।

(ঘ) বুধের ক্ষেত্রে তারাচিহ্ন থাকিলে জাতক অবিশ্বাসভাজন হয়, ‍বল তাহাই নহে, তার হাত-টানও থাকে।

(ঙ) শুক্রের ক্ষেত্রে তারাচিহ্ন থাকিলে অসুখকর বিবাহ বুঝায় এবং ‍লোক হইতে বিপদেরও আশঙ্কা থাকে।

---

* দ্বিতীয় চিত্র দেখ।

(চ) চন্দ্রের ক্ষেত্রে তারাচিহ্ন থাকিলে জাতক ভণ্ড হয়। ইহ
জলে ডুবিয়া মৃত্যুও বুঝায়।

(ছ) মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্বে তারাচিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৪, চিহ্ন
কোন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক অপঘাত মৃত্যু বুঝায়।

চতুষ্কোণ চিহ্ন * (The Square)

চতুষ্কোণ সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত জানিও যে, এই চিহ্নটি প্রায়ই শুভ
দেয়। (মন্দ ফল যে দেয় না এমন নহে)।

(ক) বৃহস্পতির ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৪, চিহ্ন ৪
উন্নতি এবং বিপদ্ হইতে উদ্ধার বুঝায়।

(খ) শুক্রের ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ থাকিলে (অথচ আয়ুরেখাকে স্পর্শ
করিলে) জাতক সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়া যায়।

(গ) শুক্রের ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ থাকিলে (আয়ুরেখার উপর) জা
কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া কারারুদ্ধ হয়।

(ঘ) ভাগ্যরেখার উপর চতুষ্কোণ থাকিলে জাতক ভীষণ বি
হইতে রক্ষা পায়।

লম্বাভাবের কালদাগ * (The Spot)

কালদাগ সম্বন্ধে এইটুকু জানিও যে, ইহাতে প্রায়ই কষ্ট। বা ক্ষ
বুঝায়।

* দ্বিতীয় চিত্র দেখ।

(ক) বৃহস্পতির ক্ষেত্রে কালদাগ থাকিলে মানহানি বুঝায়।

(খ) মঙ্গলের ক্ষেত্রে কালদাগ থাকিলে অর্থক্ষতি বুঝায় অথবা মোকদ্দমায় পৈত্রিক সম্পত্তি নাশ হয়।

(গ) চন্দ্রের ক্ষেত্রে কালদাগ (চিত্র ৪, চিহ্ন ৪৩) থাকিলে জাতক দেউলিয়া হয়।

(ঘ) আয়ুরেখার উপর কালদাগ থাকিলে জাতক অন্ধ হয় অথবা অপর কোন উৎকট পীড়ায় কষ্ট পায়।

(ঙ) শিরোরেখার উপর কালদাগ অথবা নীলদাগ থাকিলে স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য, দন্তরোগ অথবা চক্ষুরোগে (ছানি পর্য্যন্তও হইতে পারে,—চিত্র ৪, চিহ্ন ৪৪) আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(চ) আয়ুরেখার উপর নীলমত কালদাগ থাকিলে * জাতকের অপঘাত বা বিষপ্রয়োগে মৃত্যু বুঝায়।

---

* ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার একজন ডাক্তার (আমার নিকট-আত্মীয়) আমার কাছে হাত দেখাইতে আসেন। দেখিলাম, আয়ুরেখার উপর একটি বেশ বড় নীলমত কালদাগ। সৌভাগ্যক্রমে দাগটি কেবল মাত্র ডান হাতে ছিল। ডাক্তারের একটি ভগ্নীপতি পৈতৃক ধন সবই মদ, বেশ্যা এবং ঘোড়দৌড়ে উড়াইয়া দেয়। যখন নিজের সব গেল, তখন স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্বাবহার করিয়া তাহারও যাহা কিছু ছিল, সব কাড়িয়া লইল। এই কারণে ডাক্তার তাহার প্রতি যৎপরোনাস্তি ক্রুদ্ধ হইলেন। হতভাগা স্থির করিল শালাটাকে সাবাড় করিয়া ফেলিতে হইবে। একদিন ওই পাষণ্ড রাত্রিকালে শ্বশুরবাড়ী গিয়া কোন রকমে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া শালার পেটে ছুরি মারে। তখনই পুলিশ আসিয়া ডাক্তারকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দেয়। সেখানে প্রায় দুই মাস থাকিয়া ডাক্তার বাড়ী ফিরিয়া আসেন। নীল মত দাগটি কেবল এক হাতে ছিল বলিয়া বাঁচিয়া গেলেন।

বৃত্ত-চিহ্ন * (The Circle)

বৎস! বৃত্ত-চিহ্ন সম্বন্ধে এইটুকু জানিও, উহা স্থানবিশেষে শুভও হয়, অশুভও হয়। এই দেখ না—

(ক) বৃহস্পতির ক্ষেত্রে বৃত্ত-চিহ্ন মান এবং গৌরব বুঝায়।

(খ) শনির ক্ষেত্রে বৃত্ত-চিহ্ন থাকিলে খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায়ে (যেমন লৌহ, কয়লা, মাইকা প্রভৃতি) উন্নতি হয়।

(গ) রবির ক্ষেত্রে বৃত্ত-চিহ্ন থাকিলে ধন এবং সৌভাগ্য সূচনা করে (চিত্র ৪, চিহ্ন ৪৫)।

(ঘ) চন্দ্রের ক্ষেত্রে বৃত্ত-চিহ্ন থাকিলে জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু বুঝায়।

(ঙ) আয়ুরেখার উপর বৃত্ত-চিহ্ন থাকিলে চক্ষুর পীড়া বুঝায়; যে বয়সে বৃত্তটি থাকিবে, সেই বয়সে পীড়ায় আক্রান্ত হইবে।

(চ) শিরোরেখার নীচে ভাগ্যরেখার উপর বৃত্ত-চিহ্ন থাকিলে জাতকের দু-চাকার গাড়ী হইতে পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা।

(ছ) হৃদয়রেখার উপর বৃত্ত-চিহ্ন থাকিলে হার্টের পীড়া (Heart Disease) বুঝায় (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৬১)।

অর্দ্ধ-মণ্ডল-চিহ্ন * (The Semi-circle)

বৎস! অর্দ্ধ-মণ্ডল-চিহ্ন সম্বন্ধে এইটুকু জানিও যে, এই চিহ্নটি অধিকাংশ স্থলে অমঙ্গলসূচক। এই দেখ না—

(ক) রবির ক্ষেত্রে এই চিহ্নটি থাকিলে জাতক পরোক্ষে কুৎসা করিতে ভালবাসে।

(খ) রবির অঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্বে এই চিহ্ন (চিত্র ৪, চিহ্ন ৪৬) থাকিলে দারিদ্র্য এবং দুর্ভাগ্য সূচনা করে।

* দ্বিতীয় চিত্র দেখ।

(গ) বুধ এবং চন্দ্রের ক্ষেত্রের মধ্যে অর্দ্ধ-মণ্ডল থাকিলে জাতকের অতীন্দ্রিয় দর্শন-শক্তি জন্মায়। ইহার সম্বন্ধে পূর্ব্বে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। ইহারই নাম প্রত্যক্ষ দর্শন-রেখা (The Intuition Line)।

যব-চিহ্ন * (The Island)

যব-চিহ্ন সম্বন্ধে এইটুকু জানিও, বৎস, ইহারা কখনই শুভফল দেয় না। এই দেখ না—

(ক) বৃহস্পতির ক্ষেত্রে যব-চিহ্ন থাকিলে বাল্যকালে বা পরে উৎকট পীড়া বা দুর্ঘটনা (যথা, পিতামাতার মৃত্যু) সূচনা করে।

(খ) আয়ুরেখায় যব-চিহ্ন থাকিলে বাল্যকালে বা পরে উৎকট পীড়া বা দুর্ঘটনা (যথা, পিতামাতার মৃত্যু) সূচনা করে।

(গ) আয়ুরেখার ভিতর দিকে (অর্থাৎ শুক্রের ক্ষেত্রের দিকে) যব-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৪, চিহ্ন ৪৭) জাতকের কোন স্ত্রীলোকের সহিত গুপ্ত-প্রণয় বুঝায়।

(ঘ) হৃদয়রেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে অবৈধ প্রণয় বুঝায়।

(ঙ) ভাগ্য-রেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে অশুভ বিবাহ বুঝায় অথবা কোন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রলোভন বুঝায় (চিত্র ৪, চিহ্ন ৪৮)।

(চ) আয়ুরেখা এবং শিরোরেখার মিলনস্থলে (অর্থাৎ বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নীচে) যব-চিহ্ন (চিত্র ৪, চিহ্ন ৪৯) থাকিলে জাতক গুপ্ত-প্রণয় হেতু বিপদে পড়ে †।

---

* দ্বিতীয় চিত্র দেখ।

† ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসে একটি মুসলমান ছেলে আমার নিকট হাত দেখাইতে আসে; দেখা গেল, তাহার দুইটি হাতেই উক্ত স্থানে যব-চিহ্ন রহিয়াছে। উক্ত স্থানে যব-চিহ্ন থাকিলে যাহা ঘটে, সে লোকটি সবই স্বীকার করিল এবং ইহাও বলিল যে, দেশের লোক তাহাকে সেখান হইতে তাড়াইয়া দিতে বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করিতেছে। এমন কি, তাহারা ওই লোকটিকে খুন করিতে পশ্চাৎপদ ছিল না।

ত্রিভুজ-চিহ্ন * (The Triangle)

ত্রিভুজ-চিহ্ন সম্বন্ধে এইটুকু জানিও, বৎস, ইহারা চিরকালই শুভফ দাতা। এই দেখ না—

(ক) বৃহস্পতির ক্ষেত্রে ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে জাতক কোন রাষ্ট্র বিশেষের প্রতিনিধি হয়।

(খ) শনির ক্ষেত্রে ত্রিভুজ থাকিলে জাতক গুহ্যবিদ্যায় পারদর্শী হয়

(গ) রবির ক্ষেত্রে ত্রিভুজ থাকিলে (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৬২) শি বিদ্যায় নিপুণতা সূচনা করে।

(ঘ) বুধের ক্ষেত্রে ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৪, চিহ্ন ৫০) জাত রাজনৈতিক কৌশলে এবং বাগ্মিতায় পটু হয়।

(ঙ) মঙ্গলের ক্ষেত্রে ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে জাতকের যুদ্ধ-বিষ নিপুণতা বা অস্ত্র-বিদ্যায় (Surgery) দক্ষতা জন্মায়।

(চ) চন্দ্রের ক্ষেত্রে ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে জাতক ভোজ-বিদ্যায় ব ইন্দ্রজাল-বিদ্যায় সুনিপুণ হয়।

(ছ) শুক্রের ক্ষেত্রে ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে সাধারণের প্রতি অনুরাগ বুঝায়। কেবল তাহাই নহে, জাতক গণিতশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হয়।

ক্রুশ-চিহ্ন * (The Cross)

ক্রুশ-চিহ্ন সম্বন্ধে এইটুকু জানিও, বৎস, যে, তাহারা শুভফলও দেয় অশুভ ফলও দেয়। এই দেখ—

(ক) বৃহস্পতির ক্ষেত্রে ক্রুশ-চিহ্ন (চিত্র ১৪, চিহ্ন ৫১) থাকিলে বিবাহ সুখকর এবং লাভজনক হয়।

---

* দ্বিতীয় চিত্র দেখ।

(খ) শুক্রের ক্ষেত্রে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৪, চিহ্ন ৫২) বিবাহে সুখ হয় না অথবা গুপ্ত-প্রণয়ে বিপদ ঘটে।

(গ) তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বে ক্রুশ-চিহ্ন বিশেষ সৌভাগ্যের পরিচায়ক।

জাল-চিহ্ন * (The Grille)

দেখ বৎস, জাল-চিহ্ন কখনই সুফল দেয় না। দেখিলেই বুঝিবে—

(ক) শনির ক্ষেত্রে জাল-চিহ্ন (চিত্র ৪, চিহ্ন ৫৩) থাকিলে জাতক দুর্দ্দশাপন্ন হয়।

(খ) বুধের ক্ষেত্রে জাল-চিহ্ন থাকিলে জাতক চোর এবং জুয়াচোর —দুই-ই হয়।

(গ) চন্দ্রের ক্ষেত্রে জাল-চিহ্ন থাকিলে জাতকের দুর্দ্দশা ঘটে, মনে অবসাদ আসে এবং আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হয়।

দেখ বৎস, করতলে যে সকল চিহ্ন সচরাচর দেখা যায়, সেগুলি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিলাম। আরও তিনটি চিহ্নের কথা বলিতেছি শোনো—

টেপাই-চিহ্ন * (The Tripod)
ফলা-চিহ্ন * (The Spear Head)
তিল-চিহ্ন * (The Mole)

টেপাই-চিহ্ন এবং ফলা-চিহ্ন—এই দুইটি বিশেষ উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধির পরিচায়ক। এই দুইটি চিহ্ন করতলের যে কোন স্থানে থাকিতে পারে তিল-চিহ্নটি স্থানবিশেষে সুফল-দাতা এবং অশুভফল-দাতাও হয় এই তিল-চিহ্ন সম্বন্ধে পরে বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে।

শিষ্য—পূজ্যপাদ গুরুদেব! চিহ্ন সম্বন্ধে আপনার শ্রীমুখ হইতে যাহা কিছু শুনিলাম, তাহাই যথেষ্ট। এগুলি আয়ত্ত করিতে কতদিন লাগিবে জানি না।

---

* দ্বিতীয় চিত্র দেখ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্ষেত্রাদির উপর লম্বভাবে দণ্ডায়মান রেখার অর্থ

শিষ্য—এক্ষণে একটি বিষয় আমি আপনার নিকট জানিতে ইচ্ছা করি—গ্রহদিগের ক্ষেত্রের উপর লম্বমানভাবে দণ্ডায়মান রেখার কি কোন অর্থ আছে ?

গুরু—বৎস, কর-কোষ্ঠী বিচারের সূক্ষ্ম বিষয়-সম্বন্ধেও তুমি জানিতে ইচ্ছুক দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। এইটুকু জানিও যে, লম্বমান-ভাবে দণ্ডায়মান রেখা মাত্রেই শুভফল-দাতা। এই দেখ না—

(ক) বৃহস্পতির ক্ষেত্রে এইরূপভাবে রেখা থাকিলে কার্য্যে সফলতা বুঝায়।

(খ) শনির ক্ষেত্রে এইরূপ রেখা থাকিলে উন্নতির সূচনা করে।

(গ) বুধের ক্ষেত্রে এইভাবে রেখা থাকিলে সৌভাগ্য প্রকাশ করে।

শিষ্য—কিন্তু ঐ সকল ক্ষেত্রে ঐরূপ বহু রেখা থাকিলে কি হয় ?

গুরু—তাহা হইলে তাহারা শুভফল না দিয়া অশুভফল দেয়, ইহা জানিবে।

নবম পরিচ্ছেদ

স্ত্রী-হস্ত-বিবরণ

শিষ্য—স্ত্রীলোকদিগের হস্ত-রেখা সম্বন্ধে আপনার বিশেষ কিছু বলিবার আছে কি ?

গুরু—স্ত্রী-হস্ত-রেখা বিচার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা মনে রাখিও—

(ক) বৃদ্ধাঙ্গুলি লম্বা হইলে জাতিকার স্মরণ-শক্তি তীক্ষ্ণ হয় এবং ইতিহাসে অনুরাগ থাকে।

(খ) বৃদ্ধাঙ্গুলি ছোট হইলে বুদ্ধিহীনতা প্রকাশ করে, কিন্তু জাতিকার উপন্যাসে বা উপকথায় অনুরাগ থাকে।

(গ) বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্ব্বে তারা-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৪, চিহ্ন ৫৪) জাতিকা বিপুল ধনশালিনী হয়।

(ঘ) বৃহস্পতির ক্ষেত্রে অনেকগুলি রেখা একটি রেখা কর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইলে জাতিকা সতীত্বের মূল্য বড় বুঝে না।

(ঙ) ভাগ্যরেখার উপর ঠিক মধ্যস্থলে যব-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৫৪) জাতিকা কোন পুরুষমানুষের প্রলোভনে পতিত হয়।

(চ) করতলের পিছনে লোম থাকিলে জাতিকা নিষ্ঠুর প্রকৃতির হয়।

———

দশম পরিচ্ছেদ

অঙ্গুলির উপর রাশির অবস্থান ঃ ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে জন্মগ্রহণের ফলাফল

শিষ্য—পূজ্যপাদ গুরুদেব! আপনার শ্রীমুখ হইতে করতলে গ্রহগণের অবস্থান, ভিন্ন ভিন্ন রেখা এবং চিহ্নাদি এবং তাহাদিগের অর্থ সকলই শুনিলাম। এক্ষণে জানিতে ইচ্ছা করি দ্বাদশটি রাশির নিরূপিত স্থান হস্তে আছে কি?

গুরু—আছে বই কি বৎস। শোনো—

প্রথমে যে চারিটি অঙ্গুলির উল্লেখ করিয়াছি (অর্থাৎ তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা এবং কনিষ্ঠা), এই চারিটি অঙ্গুলিতে ১২টি পর্ব্ব আছে এবং এই বারটি পর্ব্বেই বারটি রাশির অবস্থিতি। এক্ষণে কোন্ রাশিটি কোন্ অঙ্গুলির কোন্ পর্ব্বে আছে, এই তালিকায় দেখ।

সংখ্যা	রাশির নাম	চিহ্ন	চিহ্ন	অঙ্গুলি	পর্ব্ব
১	মেষ	৪	৫৫	তর্জ্জনী	প্রথম
২	বৃষ	৪	৫৬	ঐ	দ্বিতীয়
৩	মিথুন	৪	৫৭	ঐ	তৃতীয়
৪	কর্কট	৪	৬১	অনামিকা	প্রথম
৫	সিংহ	৪	৬২	ঐ	দ্বিতীয়
৬	কন্যা	৪	৬৩	ঐ	তৃতীয়
৭	তুলা	৪	৬৪	কনিষ্ঠা	প্রথম
৮	বৃশ্চিক	৪	৬৫	ঐ	দ্বিতীয়
৯	ধনু	৪	৬৬	ঐ	তৃতীয়
১০	মকর	৪	৫৮	মধ্যমা	প্রথম
১১	কুম্ভ	৪	৫৯	ঐ	দ্বিতীয়
১২	মীন	৪	৬০	ঐ	তৃতীয়

শিষ্য—কোন্ রাশি কোন্ অঙ্গুলির কোন্ পর্ব্বে অবস্থিত, সব বুঝিলাম। এক্ষণে কথা হইতেছে, রাশিবিশেষে জন্মগ্রহণের বিশেষ কোন অর্থ আছে কি ?

গুরু—আছে বই কি, বৎস।

শিষ্য—মেষ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কিরূপ প্রকৃতির হয় ?

গুরু—মেষ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ভীরু, সরল-চিত্ত, লোক-প্রিয়, সত্যবাদী, ধীর-প্রকৃতি এবং স্ত্রীতে অনুরক্ত হয়। তার পান-ভোজনেচ্ছা প্রবল হয় না।

শিষ্য—বৃষ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কিরূপ প্রকৃতির হয় ?

গুরু—ইহাতে জাতক অত্যন্ত একগুঁয়ে হয়। তবুও সকলের নিকট সম্মান পায়। সে বাল্যকালে অসুখী হয় বটে, কিন্তু বয়সের সঙ্গে সুখ-শান্তি লাভ করে। সে ব্যক্তি এত পরিমিত ব্যয় করে যে, তাহাকে কৃপণ বলিলেও চলে।

শিষ্য—মিথুন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কিরূপ হয় ?

গুরু—ইহাতে জাতক অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ হয়। সে যে-কোন কাজে হাত দিবে, প্রায়ই কৃতকার্য্য হইবে। সে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। কোন-না-কোন কাজে রত থাকিবেই। স্বভাবটা প্রায়ই সরল হয়, মনে কপটতা থাকে না। নৈতিক এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ে তার তত ঝোঁক থাকে না। সে যাহাকে বন্ধুভাবে দেখিবে, সেই লোকই ভবিষ্যতে তার শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে।

শিষ্য—কর্কট রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে কিরূপ ফল হয় ?

গুরু—কর্কট রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সামাজিক, মধুর-প্রকৃতি এবং আত্মপ্রত্যয়ী হয়, কিন্তু একটা কাজে স্থির হইয়া থাকিতে

পারে না। তার প্রকৃতি হইতেছে চতুর্দ্দিকের ঘটনা দ্বারা পরিচালি হওয়া। আত্ম-সংযমটা তার বড় কম। সে ব্যক্তি সহজেই স্ত্রীলোকে স্নেহ এবং ভালবাসা পাইবে।

শিষ্য—সিংহ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কিরূপ প্রকৃতি হয়?

গুরু—সে ব্যক্তি অতি সাহসী ও গম্ভীর প্রকৃতির হয়। নব ন দৃশ্য দর্শনে তার প্রবল ইচ্ছা থাকে। সে নিজের চেষ্টায় উন্নতি করে ধর্ম্মপরায়ণতা তার খুব প্রবল এবং সে উপরিতন কর্ম্মচারীদিগের প্রতি বা গুরুজনদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে; পুত্র সম্বন্ধে তার বড় সুখী হইবার কথা নয়।

শিষ্য—কন্যা রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কিরূপ হয়?

গুরু—সে ব্যক্তি আত্মসংযমী, শান্ত-প্রকৃতি, নম্র ও বিনয়ী হয়। সে শিল্প-বিদ্যা প্রভৃতি ভালবাসে। অদৃষ্টক্রমে তার অপরের বাড়ী বাস হয়।

শিষ্য—তুলা রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার লক্ষণ কি কি?

গুরু—জাতকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে না (কখন ভাল, কখন মন্দ)। তাহা হইলেও সে খুব চটপটে, মধুর-প্রকৃতি ও পরোপকারী হয়। সে ব্যক্তি সামান্য বিষয় লইয়া অনেক কথা কয়। সে ব্যক্তি উদর-সংক্রান্ত কোন-না-কোন রোগে কষ্ট পায়।

শিষ্য—বৃশ্চিক রাশির লক্ষণ কি কি?

গুরু—বৃশ্চিক রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক শ্বেতবর্ণ-প্রিয়, খল, খাম খেয়াল, অধীর, কোপনস্বভাব, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কঠোরহৃদয় হয় কিন্তু সত্যবাদিতা তাহার নিকট আদরের জিনিষ। আত্মসংযম তার

ড়ই অল্প। বাল্যকালে সে বড় রুগ্ণ থাকে। জাতকের প্রতি যাহাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত ভবিষ্যতে তাহারাই কৃতঘ্ন হইয়া উঠে।

শিষ্য—ধনু রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে তাহার লক্ষণ কি কি?

গুরু—ইহাতে জাতক প্রায়ই দানশীল ও সদালাপী হয়। সে লোক-প্রিয় হয়। কিন্তু ভয়ানক বাচাল হয়। তার সঙ্গীত বা কাব্যানুশীলনে অনুরাগ থাকে। সে ব্যক্তি চাকরীতে কখনও উন্নতি করিতে পারে না বরং ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করে।

শিষ্য—মকর রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কিরূপ হয়?

গুরু—মকর রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতকের বুঝিবার ক্ষমতা প্রায়ই খুব বেশী হয়। সে ব্যক্তি তর্কে নিপুণ হয়। সকলেই তাহাকে খাতির করে। অনেক সময় পরের জন্য তাহার প্রাণ কাঁদে।

শিষ্য—কুম্ভ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কিরূপ হয়?

গুরু—কুম্ভ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সত্যপ্রিয় এবং শান্তিপ্রিয় হয়; কিন্তু কুটিল-প্রকৃতির হয়। সে স্ত্রীর কথায় উঠে বসে।

শিষ্য—মীন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কি প্রকার প্রকৃতির হয়?

গুরু—মীন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ঝুঁকী, বাচাল এবং অজিতেন্দ্রিয় হয়। এসব সত্ত্বেও সে ব্যক্তি লোকপ্রিয় হয়।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ভিন্ন ভিন্ন মাসে জন্মগ্রহণের ফলাফল

শিষ্য—কোন্ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে কিরূপ ফল প্রদান করে, সব শুনিলাম, গুরুদেব। এক্ষণে এইটুকু জানিতে ইচ্ছা করি মাস বিশেষে জন্মগ্রহণ করিলে ফলও ভিন্ন ভিন্ন হয় না কি?

গুরু—হাঁ বৎস, হয় বই কি। এই দেখ না—

(ক) বৈশাখ মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বিনয়ী, দেব-দ্বিজ-ভক্ত, ধার্ম্মিক এবং লোক-প্রতিপালক হয়।

(খ) জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক প্রবাসী, ক্ষমাশীল, দীর্ঘসূত্রী, বিদ্বান্ এবং মেধাবী হয়।

(গ) আষাঢ় মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বহুভাষী, ব্যয়শীল, গুরু-বৎসল এবং প্রমোদাভিলাষী হয়।

(ঘ) শ্রাবণ মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক খ্যাতনামা, দাতা, ধনবান্, বহু-গুণান্বিত এবং লোক-প্রতিপালক হয়।

(ঙ) ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক দাতা, দয়াশীল, রমণী-প্রিয়, শরণাগত-রক্ষক এবং সরল-প্রকৃতির হয়।

(চ) আশ্বিন মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক রাজার প্রিয়, পণ্ডিত, সুতীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, সুখী, বদান্য, বহু-মানশালী, ধনবান্ এবং সৎকার্য্যপরায়ণ হয়।

(ছ) কার্ত্তিক মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বিলাসী, বহুভাষী, ধনবান্, সৎকর্ম্মপরায়ণ এবং বাণিজ্য-কুশল হয়।

(জ) অগ্রহায়ণ মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক তীর্থ-যাত্রাভিলাষী, কলা-বিদ্যাকুশল, পরোপকারী এবং বাণিজ্যপটু হয়।

(ঝ) পৌষ মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক পিতৃ-বিত্তহীন, পরোপকারী ও সৎপরামর্শ-দাতা হয়।

(ঞ) মাঘ মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বিদ্বান্, বিনয়ী, কুলতিলক, সদাচারী, ধর্ম্মানুষ্ঠান-রত, ধনবান্ এবং শত্রু-দমনকারী হয়।

(ট) ফাল্গুন মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক পরোপকারী, কার্য্যদক্ষ, সূক্ষ্ম-বুদ্ধি এবং বিদ্বান্ হয়।

(ঠ) চৈত্র মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বিদ্বান্, নম্রপ্রকৃতি, ভোগী, সুখী, ধর্ম্মপরায়ণ এবং সৎসঙ্গপ্রিয় হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মনুষ্য-জীবনের প্রধান ঘটনাবলীর সময়

নিরূপণ প্রণালী

শিষ্য—পূজ্যপাদ গুরুদেব! কোন্ মাসে জন্মগ্রহণ করিলে কিরূপ ফল হয়, সবিশেষ জানিলাম। এক্ষণে কোন্ ঘটনা কবে (অর্থাৎ কোন্ বয়সে) ঘটিবে এইটি জানিবার আমার প্রবল বাসনা হইতেছে।

গুরু—হইতেই পারে, বৎস! এই বিষয়টি বুঝিতে না পারিলে এ শাস্ত্র শিক্ষা করা বৃথা; অথচ বড়ই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। মনে কর, তুমি কোন ব্যক্তিকে বলিলে আগামী বৎসর আপনার হঠাৎ অর্থ-প্রাপ্তি হইবে (যেমন, রেস খেলায়)। তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই লোকটি অনেক টাকা বাজি ধরিল। কিন্তু অর্থ-লাভ না হইয়া অর্থ-ক্ষতি হইয়া গেল। ইহাতে ভদ্রলোকের মনটা কতদূর দমিয়া গেল, ভাবিয়া দেখ। সেই জন্যই বলিতেছিলাম বড়ই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য। যাহাই হউক, কোন একটি ঘটনা কোন্ সময় ঘটিবে, ইহা জানিবার শাস্ত্রীয় উপায় আছে। সেইটুকু আয়ত্ত করা অবশ্য অতি কঠিন। বহুবৎসরব্যাপী অভিজ্ঞতা না থাকিলে ভবিষ্যৎ গণনা প্রায় মিলে না, কথা বলাই বাহুল্য। এক্ষণে যাহা বলিতেছি মনোযোগ দিয়া শোনে

প্রথম কথা—আয়ুরেখা হইতে ঘটনার সময় নিরূপিত হয়, কিন্তু কি প্রণালীতে হয়, তাহা দেখ—

আয়ুরেখার কথা মনে আছে ত' বৎস! প্রথমে ধরিয়া লইবে সমস্ত

আয়ুরেখাটির পরমায়ু ১০০ বৎসর। এক্ষণে আয়ুরেখার যে অংশটুকু বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিম্নে অবস্থিত, সেইটুকু ৩০ বৎসর জানিও। সেই অংশটুকু যদি সমান ভাবে ৩০ অংশে বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে হিসাবে প্রত্যেক অংশ ১ বৎসর করিয়া হইবে। কেমন? আচ্ছা, তারপর আর এক কথা। দেখ, আয়ুরেখার শেষাংশটুকু শেষ ৩০ বৎসর বুঝায়। সুতরাং মধ্যস্থলের অংশটুকু ৪০ বৎসর। এই অংশটুকু সমান ভাবে ৪০ অংশে বিভাগ করিলে প্রত্যেক অংশ ১ বৎসর বুঝিয়া লইতে হইবে (চিত্র ৫, চিহ্ন ১৭)। এই হইল আয়ুরেখা হইতে ঘটনার সময়-নিরূপণ প্রণালী।

শিষ্য—পুজ্যপাদ গুরুদেব! আপনার কথাগুলি বেশ হৃদয়ঙ্গম হইল কিন্তু এই সময়-নিরূপণের অন্য কোন উপায় আছে কি?

গুরু—হাঁ, বৎস, আছে। ভাগ্যরেখা হইতেও সময় নিরূপিত হয়। এই দেখ।

ভাগ্যরেখার যে অংশটুকু মণিবন্ধ হইতে শিরোরেখায় কৰ্ত্তিত হইতেছে, সেইটুকু ৩৫ বৎসর। যদি এই অংশটুকু সমান ৩৫ অংশে বিভাগ করা যায়, প্রত্যেক অংশটি ১ বৎসর হয়। তারপর ভাগ্যরেখার যে অংশটুকু শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখার মধ্যস্থলে অবস্থিত, সেইটুকু ২০ বৎসর জানিবে। এক্ষণে এই অংশটুকু যদি সমান ২০ অংশে বিভাগ করা যায়, প্রত্যেক অংশটুকু ১ বৎসর বুঝিতে হইবে। ভাগ্যরেখার বাকী অংশটুকু অর্থাৎ হৃদয়রেখার কৰ্ত্তিত স্থান হইতে শনির ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যেখানে ভাগ্যরেখা শেষ হইয়াছে সেই অংশটুকু ৪৫ বৎসর বুঝিতে হইবে; এক্ষণে এই অংশটুকু যদি সমান ৪৫ অংশে বিভাগ করা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক অংশ ১ বৎসর হয় (চিত্র ৫, চিহ্ন ২১)। বলা

বাহুল্য, এখানেও বুঝিতে হইবে যে সমস্ত ভাগ্যরেখাটির পরমায়ু ১০০ বৎসর।

শিষ্য—পূজ্যপাদ গুরুদেব! ভাগ্যরেখা হইতে ঘটনার সময় নিরূপণ করিবার প্রণালী আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। এক্ষণে মনুষ্য-জীবনের প্রধান ঘটনাবলী সম্বন্ধে জানিতে বাসনা হইতেছে। কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু—ভাল কথা, বৎস। তোমার মনে যে সকল প্রশ্ন উদয় হইতেছে, আমাকে সেই কথা স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করিতে পার।

———

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

মনুষ্য-জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার লক্ষণ

১। কীর্ত্তি সম্পাদন

শিষ্য—কি লক্ষণ থাকিলে জাতক কোন প্রশংসনীয় কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হয়?

গুরু—যদি ভাগ্যরেখা শেষকালে দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং একটি শাখা শনির ক্ষেত্রে যায়।

২। উপাধি বা সম্মান-চিহ্ন প্রাপ্তি

শিষ্য—কি লক্ষণ থাকিলে জাতক উপাধি বা সম্মান-চিহ্ন (যেমন এম, এ, ; শাস্ত্রী ; মহামহোপাধ্যায় ; রায়বাহাদুর ; সি, আই, ই, ; লর্ড) লাভ করিবে?

গুরু—যদি আয়ুরেখা হইতে একটি উর্দ্ধরেখা উঠিয়া বৃহস্পতি বা রবির * ক্ষেত্রে যায়, অথচ উক্ত দুইটি ক্ষেত্র উচ্চ হওয়া চাই (চিত্র ৫, চিহ্ন ৬৭, ৬৮)।

---

* ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে একটী ভদ্রলোক গ্রন্থকারের নিকট হাত দেখাইতে আসেন। তখন তাঁহার বয়স ৬৪ বৎসর ; তিনি অবসর-প্রাপ্ত জজ্ ছিলেন। ৪।৫ বৎসরের ভিতর তিনি সরকার হইতে কোন সম্মানসূচক উপাধি লাভ করিয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি প্রাপ্তি স্বীকার করেন এবং বলেন যে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী তারিখে তিনি রায়বাহাদুর হন। তাঁহার দক্ষিণ হস্তে একটী সুস্পষ্ট রেখা ছিল, সেইটি আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া রবির ক্ষেত্রে গিয়াছিল। রবির ক্ষেত্রও উচ্চ ছিল, কিন্তু বৃহস্পতির ক্ষেত্র উচ্চ ছিল না। এই বৃহস্পতির ক্ষেত্র উচ্চ থাকিলে আরও উচ্চ উপাধি লাভ হইত।

৩। ইচ্ছা-পত্র (Will) দ্বারা প্রদত্ত ধন-সম্পত্তি লাভ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক উইল দ্বারা সম্পত্তি লাভ করে?

গুরু—(ক) যদি একটি রেখা সমান্তরভাবে শিরোরেখার সঙ্গে স যায় (চিত্র ৫, চিহ্ন ৬৯)।

(খ) যদি রবির ক্ষেত্রে লম্বমানভাবে একটি গভীর রে থাকে।

৪। পোষ্য-পুত্র হিসাবে বিষয়ের অধিকার

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পোষ্য-পুত্র হইয়া বিষয়ে অধিকারী হয়?

গুরু—ভাগ্যরেখা আরম্ভ-স্থলে দ্বিধাবিভক্ত হইলে।

৫। ব্যভিচার-দোষ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পর-দার গমনে লিপ্ত হয়?

গুরু—উভয় হস্তে ভাগ্যরেখার উপর যব-চিহ্ন (চিত্র ৫, চিহ্ন ৭০ থাকিলে।

৬। স্বধর্ম্মত্যাগ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করিবে?

গুরু—রবির ক্ষেত্রে একটি কালদাগ থাকিলে।

৭। নিরাশ্বরবাদ

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক নাস্তিক হয়?

গুরু—যদি উভয় হস্তে বৃহস্পতির ক্ষেত্র নিম্ন হয় এবং অঙ্গুলির প্রথ পর্ব্বগুলি অন্য পর্ব্ব অপেক্ষা ছোট হয়।

৮। মাছ-মাংস প্রভৃতিতে ঘৃণা

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের মাছ-মাংসের প্রবৃত্তি থাকে না?

গুরু—(ক) শনির ক্ষেত্র নিম্ন হইলে।

(খ) ভাগ্যরেখা করতলে না থাকিলে।

৯। দেউলিয়া অবস্থা

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক দেউলিয়া হইয়া যায়?

গুরু—(ক) যদি রবির ক্ষেত্র অনেকগুলি রেখার দ্বারা কর্ত্তিত হয়।

(খ) যদি ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া কেবলমাত্র শিরোরেখা পর্য্যন্ত যায় (চিত্র ৬, চিহ্ন ৭১)।

১০। বন্ধ্যাযোগ

শিষ্য—বন্ধ্যা-স্ত্রীলোকের লক্ষণ কি?

গুরু—আয়ুরেখা অঙ্গুষ্ঠের নিকট হইতে উত্থিত হইলে।

১১। দু-চাকার গাড়ীতে (Bicycle) বিপত্তি

শিষ্য—কি কি চিহ্ন থাকিলে বাইসিক্‌ল্ চালনার সময় বিপদ্ ঘটে?

গুরু—শিরোরেখার নিম্নে ভাগ্যরেখার উপর একটি বৃত্ত-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৬, চিহ্ন ৭২)।

১২। অন্ধতা

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অন্ধ হয়?

গুরু—(ক) আয়ুরেখার উপর দুইটি বৃত্ত-চিহ্ন থাকিলে।

(খ) উভয় হস্তে আয়ুরেখার উপর তিল-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৬, চিহ্ন ৭৩)।

১৩। মস্তিষ্কের পীড়া

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের মস্তিষ্কের পীড়া সূচনা করে ?

গুরু—(ক) যদি শিরোরেখার উপর ভঙ্গ-চিহ্ন থাকে (চিত্র ৬, চিহ্ন ১৪)।

(খ) যদি শিরোরেখা বিবর্ণ এবং মোটা হয় এবং তাহার উপর যব-চিহ্ন এবং কালদাগ থাকে।

১৪। শ্বাস-নালী সংক্রান্ত পীড়া

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক শ্বাস-নালী সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পায় ?

গুরু—বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিম্নে শিরোরেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৬, চিহ্ন ১৫)।

১৫। চির-কৌমার্য্য-যোগ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের বিবাহ হয় না ?

গুরু—(ক) যদি বিবাহরেখার শেষাংশ উপর দিকে উঠিয়া যায় (চিত্র ৬, চিহ্ন ১৬)।

(খ) কনিষ্ঠাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্বে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে।

১৬। দোষগ্রাহিতা

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অপরের ছিদ্রান্বেষণ করে ?

গুরু—চন্দ্রের ক্ষেত্র নিম্ন এবং শনির ক্ষেত্র উচ্চ হইলে।

১৭। শুভ-পরিবর্ত্তন

শিষ্য—কি লক্ষণ থাকিলে জাতকের শুভ-পরিবর্ত্তন হয় ?

গুরু—যখন একটি রেখা ভগ্ন হয় এবং এইটী শেষ হইবার পূর্ব্বেই

আর একটি শাখা আরম্ভ হয় (চিত্র ৬, চিহ্ন ৭৭ ; এই নিয়মটি কেবল ভাগ্যরেখা সম্বন্ধেই খাটিবে জানিও, বৎস)।

১৮। সতীত্ব

শিষ্য—কি লক্ষণ থাকিলে জাতিকা যথার্থ সতী বুঝিতে হইবে ?

গুরু—করতলে মার্শালরেখা থাকিলে। মার্শালরেখার কথা মনে আছে ত, বৎস, আয়ুরেখার সমান্তর রেখা।

১৯। তীর্থ-মৃত্যু-যোগ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের তীর্থস্থানে মৃত্যু হয় ?

গুরু—যদি তর্জ্জনী সোজা এবং সূক্ষ্মাগ্র হয় এবং বৃহস্পতি ও চন্দ্রের ক্ষেত্র উচ্চ হয় ; ইহার সঙ্গে সঙ্গে কর-চতুষ্কোণ অল্প পরিসর হওয়া চাই।

২০। বিদেশে মৃত্যু

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের বিদেশে মৃত্যু হয় ?

গুরু—আয়ুরেখা শেষ বরাবর দ্বিধাবিভক্ত হইয়া একটি শাখা চন্দ্রের ক্ষেত্রে গেলে (চিত্র ৬, চিহ্ন ৭৮)।

২১। অকাল-মৃত্যু

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের অকাল-মৃত্যু হয় ?

গুরু—(ক) আয়ুরেখা ছোট এবং ভগ্ন হইলে।

(খ) শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখা বুধের ক্ষেত্রের নিম্নে মিলিত হইলে (চিত্র ৬, চিহ্ন ৭৯)।

২২। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যু হয় ?

গুরু—মঙ্গলের ক্ষেত্রে তারা-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৬, চিহ্ন ৮০)।

২৩। হঠাৎ মৃত্যু

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের হঠাৎ মৃত্যু বুঝায় ?

গুরু—আয়ুরেখা, শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখার বৃহস্পতির ক্ষেত্রে মিলন এবং শিরোরেখার মধ্যস্থলে একটু ক্রুশ-চিহ্ন (চিত্র ৭, চিহ্ন ৮১)।

২৪। নূতন কিছু একটা আবিষ্কার

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের নূতন দ্রব্য আবিষ্কারের ক্ষমতা জন্মায় ?

গুরু—(ক) যদি রবি এবং বুধের ক্ষেত্র উচ্চ হয়।

(খ) যদি শিরোরেখার উপর সাদা সাদা দাগ থাকে।

২৫। পান দোষ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সুরাদেবীর উপাসনায় মত্ত থাকিবে ?

গুরু—যদি চন্দ্রের ক্ষেত্র অযথা উচ্চ হয়।

২৬। জলমজ্জন জনিত অপমৃত্যু

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক জলে ডুবিয়া মারা পড়ে ?

গুরু—যদি শিরোরেখা চন্দ্রের ক্ষেত্রে ঢলিয়া পড়ে এবং শেষাংশে একটি তারা-চিহ্ন থাকে।

২৭। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া (Dyspepsia)

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় (গরহজম রোগে) কষ্ট পায় ?

গুরু—(ক) যদি চন্দ্রের ক্ষেত্র অতি উচ্চ হয়।

(খ) যদি স্বাস্থ্য-রেখা ভগ্ন হয়।

(গ) যদি স্বাস্থ্য-রেখার উপর যব-চিহ্ন থাকে (চিত্র ৭, চিহ্ন ৮২)।

২৮। বিবাহ-চুক্তি-ভঙ্গ হেতু নৈরাশ্য

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বিবাহ-চুক্তি-ভঙ্গ হেতু নিরাশ হয়?

গুরু—হৃদয়রেখা ভগ্ন হইলে (চিত্র ৭, চিহ্ন ৮৩)।

২৯। চক্ষুরোগ (ছানি পর্য্যন্ত)

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের চক্ষুরোগ হয়, ছানি পর্য্যন্তও হইতে পারে?

গুরু—(ক) রবির ক্ষেত্রের নিম্নে শিরোরেখার উপর কাল কাল দাগ থাকিলে (চিত্র ৭, চিহ্ন ৮৪)।

(খ) রবির ক্ষেত্রের নিম্নে হৃদয়রেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে।

৩০। উচ্চ স্থান হইতে পতন

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক উচ্চ স্থান হইতে পড়িয়া যায় (যেমন গাড়ী হইতে, ছাদ হইতে) অথবা কোন অপরাধ বশতঃ উচ্চ কর্ম্ম হইতে পদচ্যুত হয়?

গুরু—যদি একটি রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া শুক্রের ক্ষেত্রের দিকে চলিয়া পড়ে (চিত্র ৭, চিহ্ন ৮৫)।

৩১। আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত যশ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক হঠাৎ যশোলাভ করে (এই যশের কথা একদিনের জন্যও তার মনে আসে না)?

গুরু—যদি রবির ক্ষেত্রে উভয় হস্তে দুইটি সমান্তর রেখা থাকে অথচ এই দুইটি রেখা কোন রেখা দ্বারা কর্ত্তিত না হয় (চিত্র ৭, চিহ্ন ৮৬)।

৩২। অদৃষ্টবাদ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বুঝিবে যে সকল ঘটনাই প্রারব্ধের ফল ?

গুরু—(ক) যদি শনির ক্ষেত্র উচ্চ হয়।

(খ) যদি শিরোরেখা চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে যায়।

৩৩। সৌভাগ্য

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সৌভাগ্যশালী হয় ?

গুরু—(ক) আয়ুরেখা হইতে রবিরেখার উৎপত্তি (চিত্র ৭, চিহ্ন ৮৭)।

(খ) ভাগ্যরেখার মণিবন্ধ হইতে উৎপত্তি এবং মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত গমন।

৩৪। দৈব-দুর্ব্বিপাক

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন দৈব-দুর্ব্বিপাক সূচনা করে ?

গুরু—(ক) বাঁকা অথচ শিকলের মত ভাগ্যরেখা।

(খ) আয়ুরেখা, শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখার একত্রে মিলন।

৩৫। বিষয়াসক্তি হইতে নির্লিপ্ত ভাব

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে জাতক সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে চায় না ?

গুরু—শুক্রের ক্ষেত্রে রেখাদি না থাকিলে।

৩৬। বিবাহে অর্থ-প্রাপ্তি

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বিবাহে অর্থ-লাভ করিবে ?

গুরু—বৃহস্পতির ক্ষেত্রে তারা-চিহ্ন বা ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৭, চিহ্ন ৮৮)।

৩৭। দৈবযোগে অর্থ-প্রাপ্তি

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের দৈবযোগে অর্থ লাভ হয় ?

গুরু—যদি একটি সরল রেখা ভাগ্যরেখা হইতে উঠিয়া রবির ক্ষেত্রে যায় (চিত্র ৮, চিহ্ন ৮৯)।

৩৮। ভূ-সম্পত্তি লাভ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ভূ-সম্পত্তি লাভ করে ?

গুরু—উভয় হস্তে বুধের নিম্নে মঙ্গলের ক্ষেত্র উচ্চ হইলে।

৩৯। ফাঁসি

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের ফাঁসি হইবে ?

গুরু—উভয় হস্তে শনির ক্ষেত্রে শিরোরেখা ভগ্ন হইলে।

৪০। সাংসারিক সুখ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের সংসার সুখের হইবে ?

গুরু—যদি ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া বৃহস্পতির ক্ষেত্রে শেষ হয় (চিত্র ৮, চিহ্ন ৯০)।

৪১। ভালবাসায় সুখ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে ভালবাসা সুখের হইবে ?

গুরু—(ক) বৃহস্পতির ক্ষেত্রে তারা-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৮, চিহ্ন ৯১)।

(খ) করতলে মার্শালরেখা থাকিলে (এই চিহ্নটি কেবল স্ত্রীলোকদিগের বেলায় খাটে)।

৪২। স্ত্রীজাতির প্রতি ঘৃণা

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে জাতক স্ত্রীজাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে?

গুরু—(ক) যদি শুক্রের ক্ষেত্র অনুচ্চ ও অপ্রশস্ত হয়।

(খ) যদি হৃদয়রেখা শিকলের মত হয় এবং শনির ক্ষেত্রের নিম্ন পর্য্যন্ত যায়।

৪৩। ন্যায়পরায়ণতা

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ন্যায়পরায়ণ হয়?

গুরু—(ক) যদি তর্জ্জনী সরল ও সোজা হয় (অর্থাৎ বাঁকাচুরো বা গাঁট গাঁট না হয়)।

(খ) যদি বৃদ্ধাঙ্গুলি সরল এবং ফাঁপালো অর্থাৎ মোটা-সোটা হয়।

(গ) যদি শিরোরেখা লম্বা হয় এবং ভগ্ন না হয়।

৪৪। শৃগাল-কুকুরাদি দংশনজনিত পীড়া

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে জাতকের জলাতঙ্ক রোগ হইবে?

গুরু—উভয় হস্তে চন্দ্রের ক্ষেত্রে তারা-চিহ্ন* থাকিলে।

---

* ১৯১০ খৃষ্টাব্দে একটি ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁহার নাতির হাত দেখাই[illegible] আমার নিকট আসেন। তখন এই নাতিটির বয়স ৮ বৎসর মাত্র; আমি [illegible]লিলাম, 'দশম বর্ষ বালকটির সাংঘাতিক বর্ষ, এই বর্ষটি যদিই কোন রকমে কাটে, বালকটি ভবিষ্যতে কুল উজ্জ্বল করিবে।' প্রায় ১ বৎসর পরে ছেলেটির মাসী কোন নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন, ছেলেটিও মাসীর সঙ্গে গিয়া রাণার উপর দাঁড়াইয়া ছিল। মাসী জলে নামিয়া স্নান করিতেছেন, এমন সময় ছেলেটি চিৎকার করিয়া উঠিল "মাসীমা, আমাকে কুকুরে কামড়ালে।" যেই মাসীর কানে এই কথা পৌছিল, মাসী দৌড়িয়া

৪৫। কারাবাস

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের কারাবাস ঘটিবে ?

গুরু—শুক্র এবং মঙ্গলের ক্ষেত্রে চতুষ্কোণ-চিহ্ন * থাকিলে (চিত্র ৮, চিহ্ন ৯২)।

৪৬। বন্য পশু দ্বারা আহত

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বন্য পশু দ্বারা আহত হইবে ?

আসিয়া দেখেন যে, কুকুর-টুকুর কিছুই সেখানে নাই, সে তার কর্ম্ম হাসিল করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। এদিকে ছেলেটার পা হইতে ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ছেলেটিকে কোলে করিয়া তখনই বাড়ী আনা হইল। ডাক্তার আসিল। যতদূর ভাল চিকিৎসা হইতে পারে, করা হইল। দিন কয়েক পরে ছেলেটির জ্বর হইল—অজ্ঞান, অচৈতন্য, সঙ্গে সঙ্গে বিকার দেখা দিল। দুই দিন পরেই ছেলেটি মারা গেল। সংসারের ভিতর হাহাকার পড়িয়া গেল। ছেলেটির ভাই বোন কেউ ছিল না, সুতরাং মা একেবারে পাগলের মত হইয়া গেলেন। তাঁহারও অতি কঠিন পীড়া হইল। প্রায় ১ বৎসর ভুগিয়া সারিয়া উঠিলেন। ছেলেটির দুই হাতেই চন্দ্রের ক্ষেত্রে তারা-চিহ্ন ছিল ; তাই এইরূপ অকাল মৃত্যু হইল, বুঝিতে হইবে।

* ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে কোন বন্ধু একটি লোকের হাত দেখাইবার জন্য আমার নিকট আনিয়াছিল। আমি স্পষ্টই দেখিলাম লোকটার দুই হাতেই কারাবাস চিহ্ন বর্ত্তমান। কিন্তু আমি বড়ই মুস্কিলে পড়িলাম, কি করিয়া তাহাকে জেল খাটার কথা বলি। আমি অনুচ্চস্বরে আপনা আপনি বলিতে লাগিলাম, 'এ চিহ্নটি ত ভাল চিহ্ন নয়, ইত্যাদি ইত্যাদি।' আমার বন্ধু আমাকে বলিল, 'কি বলুছো, চেঁচিয়েই বলো না।' তখন আমি সাহস পাইয়া বলিলাম, 'আপনি কখন কোন গুরুতর ফৌজদারী মোকদ্দমায় পড়িয়াছিলেন কি ?' এই কথা শুনিয়াই সে কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, 'আমি এক খুনী মোকদ্দমায় জড়িত হইয়া ২০ বৎসর পোর্ট ব্লেয়ারে কারাবাস ভোগ করিয়া সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছি।' ঘটনাটি এই, আমি দেখিয়াছিলাম—লোকটার উভয় হস্তে শুক্র এবং মঙ্গলের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট চতুষ্কোণ-চিহ্ন ছিল। মনে রাখিও, বৎস, যে চিহ্ন উভয় হস্তে থাকে, তাহার ফল ফলিবেই।

গুরু—আয়ুরেখার উপর একটা যব-চিহ্ন ও তাহার ভিতর কতকগুলি বিন্দু-চিহ্ন * থাকিলে।

৪৭। উন্মাদ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক উন্মাদরোগগ্রস্ত হইবে?

গুরু—(ক) শিরোরেখা ভগ্ন হইয়া চন্দ্রের ক্ষেত্রে ঢলিয়া পড়িলে।

(খ) উভয় হস্তে শিরোরেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৮, চিহ্ন ৯৩)।

৪৮। প্রতিভা

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অসাধারণ প্রতিভাশালী হয়?

গুরু—বৃদ্ধাঙ্গুলি তর্জ্জনীর তৃতীয় পর্ব্ব ছাড়াইয়া গেলে।

৪৯। স্থলপথে ভ্রমণ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের স্থলপথে ভ্রমণ বুঝাইবে?

গুরু—আয়ুরেখা হইতে ছোট ছোট রেখা শুক্রের ক্ষেত্রে নামিয়া গেলে।

৫০। জলপথে ভ্রমণ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের জলপথে ভ্রমণ বুঝায়?

গুরু—যদি একটি সরল রেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া শুক্রের ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া চন্দ্রের ক্ষেত্রে যায় (চিত্র ৮, চিহ্ন ৯৪)।

---

* ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে একজন পাঞ্জাবী আমার নিকট হাত দেখাইতে আসিয়াছিল। আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'আপনাকে কখন কি কোন বন্য জন্তু দংশন করিয়াছিল?' ইহা শুনিয়া লোকটি খুসী হইয়া বলিল যে, ২৯ বৎসর বয়সে সে বাঘের মুখে পড়ে; তার পর আস্তিন গুটাইয়া দংশনচিহ্নও দেখাইল। তাহার দক্ষিণ হস্তে আয়ুরেখার উপর একটি যব-চিহ্ন ছিল, তাহার ভিতর কতকগুলি বিন্দু-চিহ্নও ছিল।

৫১। মূত্রাশয়ের পীড়া

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক মূত্রাশয়ের পীড়ায় ভুগিবে?

গুরু—করতলে ভগ্ন হৃদয়রেখা থাকিলে।

৫২। দীর্ঘায়ুযোগ

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক দীর্ঘায়ু হয়?

গুরু—(ক) আয়ুরেখা সুস্পষ্ট এবং লালবর্ণের হইলে।

(খ) আয়ুবন্ধনী সুস্পষ্ট হইলে।

৫৩। মোকদ্দমায় ভূ-সম্পত্তি নাশ

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের মোকদ্দমায় ভূ-সম্পত্তি নাশ বুঝায়?

গুরু—উভয় হস্তে বুধের নিম্নে মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটি বড় কালদাগ থাকিলে (চিত্র ৮, চিহ্ন ৯৫)।

৫৪। লাম্পট্যে অর্থ-নাশ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের লাম্পট্যদোষে অর্থ-নাশ হইবে?

গুরু—(ক) শুক্রের ক্ষেত্রে জাল-চিহ্ন থাকিলে।

(খ) ভাগ্যরেখা চন্দ্রের ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া শিরোরেখা পর্য্যন্ত গেলে।

৫৫। আকস্মিক অর্থ-নাশ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের হঠাৎ অর্থ-নাশ হইবে?

গুরু—বুধের ক্ষেত্রে একটি তিল-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৮, চিহ্ন ৯৬)।

৫৬। বাল্যকালে পিতামাতার মৃত্যু

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বাল্যে পিতৃ-মাতৃহীন হয়?

গুরু—ভাগ্যরেখার প্রারম্ভে একটি ছোট যব-চিহ্ন অথবা একটি ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৮, চিহ্ন ৯৭)।

৫৭। পতির মৃত্যু

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতিকা বিধবা হইবে ?

গুরু—(ক) বুধের ক্ষেত্রের বিবাহরেখার উপর একটি কাল তিল-চিহ্ন (চিত্র ৮, চিহ্ন ৯৮) থাকিলে।

(খ) বিবাহরেখা নামিয়া হৃদয়রেখায় গিয়া পৌছিলে।

৫৮। পত্নীর মৃত্যু

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের স্ত্রীর মৃত্যু অগ্রে হইবে ?

গুরু—যদি একটি সরল রেখা প্রারম্ভে আঁকাবাঁকা হইয়া শুক্রের ক্ষেত্রের উপরাংশ হইতে উঠে এবং শিরোরেখা ও হৃদয়রেখাকে ভেদ করিয়া বুধের ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যায় * (চিত্র ৮, চিহ্ন ৯৯)।

৫৯। অবৈধ-প্রণয়

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন অবৈধ-প্রণয় সূচনা করে ?

গুরু—(ক) হৃদয়রেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৮, চিহ্ন ১০০)।

(খ) উভয় হস্তে ভাগ্যরেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে।

৬০। নিষিদ্ধ আত্মীয়া সঙ্গম

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অগম্যা-গমন দোষে লিপ্ত হয় ?

গুরু—বুধের ক্ষেত্রে হৃদয়রেখার উপর যব-চিহ্ন থাকিলে।

---

* কোন স্ত্রীলোকের হস্তে এই চিহ্নটী থাকিলে তাহা বৈধব্যের লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

৬১। প্রণয়-বিচ্ছেদ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের প্রণয়ে বিচ্ছেদ হয়?

গুরু—হৃদয়রেখা বুধের ক্ষেত্রে বা রবির ক্ষেত্রে অথবা শনির ক্ষেত্রে ভগ্ন হইলে (চিত্র ৮, চিহ্ন ১০১)।

৬২। প্রকৃত ভালবাসা

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক প্রকৃত ভালবাসা লাভ করিবে?

গুরু—(ক) হৃদয়রেখা অভগ্ন এবং সুস্পষ্ট হইলে।

(খ) করতলে মার্শালরেখার অবস্থান (চিত্র ৮, চিহ্ন ১০২) হইলে।

(গ) বৃহস্পতির ক্ষেত্রে তারা-চিহ্ন হইলে।

(ঘ) শুক্রের ক্ষেত্রে কতকগুলি লম্বভাবে দণ্ডায়মান রেখা থাকিলে।

৬৩। অদম্য কাম-প্রবৃত্তি

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক লম্পটের অগ্রগণ্য হয়?

গুরু—(ক) শুক্রের ক্ষেত্রে জাল-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৮, চিহ্ন ১০৩)।

(খ) শুক্রের ক্ষেত্র অযথা উচ্চ হইলে।

৬৪। বিবাহে সুখ

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের বিবাহে সুখ হইবে?

গুরু—বৃহস্পতির ক্ষেত্রে তারা-চিহ্ন বা ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে।

৬৫। বিবাহে দুর্ভাগ্য

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, জাতকের বিবাহে সুখ

হইবে না; হয় স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ বলিয়া, নয় পরস্পরের বনিবনা না হওয়ায় ?

গুরু—যদি একটি রেখা শুক্রের ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া হৃদয়রেখা পর্য্যন্ত গিয়া পৌছায়; অথচ রেখাটির প্রারম্ভে যব-চিহ্ন থাকে।

৬৬। খনিজ পদার্থের ব্যবসায়ে উন্নতি

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক খনিজ পদার্থের ব্যবসায়ে উন্নতি করিবে ?

গুরু—যদি ২।৩টি সরল রেখা মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উঠিয়া প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত যায় (চিত্র ৮, চিহ্ন ১০৪, ১০৫)।

৬৭। বার্দ্ধক্যে দুর্গতি

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে জাতক বৃদ্ধবয়সে নানা প্রকার কষ্ট পাইবে ?

গুরু—উভয় হস্তে ভাগ্যরেখা শেষাংশে ঢেউ-খেলানো হইলে।

৬৮। স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্নায়ু-দৌর্ব্বল্য রোগে কষ্ট পাইবে ?

গুরু—(ক) যদি আয়ুরেখার উপর একটি কালদাগ থাকে।

(খ) যদি চন্দ্রের ক্ষেত্র উচ্চ হয় এবং তাহার উপর কতকগুলি রেখা থাকে।

৬৯। পক্ষাঘাত

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে জাতক পক্ষাঘাত রোগে কষ্ট পাইবে ?

গুরু—উভয় হস্তে শনির ক্ষেত্রে তারা-চিহ্ন থাকিলে।

৭০। শান্তিময় জীবন

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে জাতক জীবনে শান্তিলাভ করিবে?

গুরু—ভাগ্যরেখাটি যদি সুস্পষ্ট হয় এবং বৃহস্পতি ও শনির ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে গিয়া শেষ হয়।

৭১। আর্থিক কষ্ট

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অর্থাভাবে কষ্ট পাইবে?

গুরু—(ক) ভাগ্যরেখা শিকলের মত হইলে (চিত্র ৯, চিহ্ন ১০৬)।

(খ) আয়ু-বন্ধনী ভগ্ন এবং অস্পষ্ট হইলে।

৭২। অধ্যবসায়

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক নাছোড়বান্দা হইয়া কোন একটি কাজ সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করিবে?

গুরু—যদি শিরোরেখা সমস্ত করতল জুড়িয়া আড়ভাবে গিয়া হস্ত-পার্শ্ব পর্য্যন্ত যায়।

৭৩। উচ্চপদ এবং সম্মান

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক উচ্চপদ এবং সম্মান লাভ করিবে?

গুরু—আয়ু-বন্ধনী হইতে যদি কোন সরল রেখা উঠে এবং মঙ্গলের ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া গিয়া রবির ক্ষেত্রে যায় (চিত্র ৯, চিহ্ন ১০৭)।

৭৪। ধর্ম্মে মতি-গতি

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের ধর্ম্মে মতি-গতি হইবে?

গুরু—(ক) তর্জ্জনী সোজা এবং সূক্ষ্মাগ্র হইলে।

(খ) কনিষ্ঠার প্রথম পর্ব্ব লম্বা হইলে।

৭৫। সন্ধি বাত (Rheumatism) বা গেঁটে বাত (Gout)

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বাত রোগে কষ্ট পায়?

গুরু—(ক) চন্দ্রের ক্ষেত্রে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৯, চিহ্ন ১০৮)।

(খ) আয়ুরেখার শেষভাগে অনেকগুলি শাখা এবং একটি শাখা চন্দ্রের ক্ষেত্রে পৌঁছিলে।

৭৬। অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের স্বীয় ক্ষমতার উপর বিশ্বাস অতিরিক্তভাবে থাকে?

গুরু—আয়ুরেখার সহিত শিরোরেখা মিলিত না হইলে।

৭৭। জাহাজ বা নৌকা ডুবি হইয়া দুর্ঘটনা

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক জাহাজ বা নৌকা ডুবি হইয়া বিপদে পড়ে?

গুরু—আয়ুরেখার উপরিস্থিত একটি চতুষ্কোণ-চিহ্নের ভিতরে একটি ছোট তারা-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৯, চিহ্ন ১০৬)।

৭৮। কোম্পানীর কাগজের ব্যবসায়

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক কোম্পানীর কাগজের খরিদ-বিক্রয়ে লাভবান হইবে?

গুরু—শিরোরেখা সূক্ষ্ম হইয়া চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে গেলে এবং সঙ্গে সঙ্গে মধ্যমা এবং অনামিকা সমান লম্বা হইলে (চিত্র ৯, চিহ্ন ১১০)।

৭৯। উন্নতিশীল জীবন

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক জীবনে উন্নতি করিবে?

গুরু—(ক) আয়ুরেখা হইতে ঊর্দ্ধরেখা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে গেলে।

(খ) উভয় হস্তে রবিরেখা সুস্পষ্ট হইলে।

(গ) রবির ক্ষেত্রে একটি বৃত্ত-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৯, চিহ্ন ১১১)।

(ঘ) শিরোরেখা অথবা হৃদয়রেখা দ্বিধাবিভক্ত হইলে (চিত্র ৯, চিহ্ন ১১২)।

(ঙ) বৃহস্পতি বা বুধের ক্ষেত্রে একটি গভীর রেখা লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে।

৮০। প্রবঞ্চনা

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে জাতক জুয়াচোর ?

গুরু—যদি একটা আঁকাবাঁকা রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দ্বিতীয় পর্ব্বে যায় (চিত্র ৯, চিহ্ন ১১৩)।

৮১। স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রলোভন

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্ত্রীলোকের প্রলোভনে পড়িবে ?

গুরু—শুক্র এবং শনির ক্ষেত্রের মধ্যে একটি বড় যব-চিহ্ন থাকিলে * (চিত্র ৯, চিহ্ন ১১৪)।

* ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে একটি ভদ্রলোক আমার নিকট হাত দেখাইতে আসেন। তাঁর হাত দেখিয়াই আমি বলিলাম, 'আপনার দাম্পত্য জীবনে সুখ হয় নাই এবং আপনার আত্মসংযমও খুব কম।' ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন, 'আপনার কথা ভাল বুঝিতে পারিলাম না।' তখন আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আচ্ছা, বৎসর থানেক পূর্ব্বে আপনি কোন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রলোভিত হন নাই কি ? পরে সেই কারণে আপনাকে অনুতপ্ত হইতে হইয়াছিল।' তিনি স্পষ্টই বলিলেন, 'আমি একটি স্ত্রীলোকের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম, কিন্তু ভাগ্যদোষে তাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হই।' তিনি যখন তাঁহার দুঃখের কাহিনী আমাকে বলিতেছিলেন,

৮২। চৌর্য্য-বৃত্তি

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের হাত-টান থাকিবে ?

গুরু—(ক) কনিষ্ঠাঙ্গুলি গাঁট গাঁট হইলে।

(খ) কনিষ্ঠাঙ্গুলির কোন পর্ব্বে জাল-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ৯, চিহ্ন ১১৫)।

৮৩। দন্ত-রোগ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের দন্ত-রোগ বুঝায় ?

গুরু—(ক) ভাগ্যরেখা লম্বা এবং আঁকাবাঁকা হইলে।

(খ) শনির ক্ষেত্রের নিম্নে শিরোরেখার উপর কাল দাগ থাকিলে (চিত্র ৯, চিহ্ন ১১৬)।

৮৪। দূর জল-পথ ভ্রমণ

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে জাতকের দূর জল-পথ ভ্রমণ হইবে ?

গুরু—(ক) চন্দ্রের ক্ষেত্রে আড়ের দিকে রেখা থাকিলে (চিত্র ৯, চিহ্ন ১১৭, ১১৮)।

(খ) আয়ু-বন্ধনী হইতে রেখা উঠিয়া চন্দ্রের ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া মঙ্গলের ক্ষেত্রের দিকে গেলে।

দেখিলাম তাঁর চক্ষু দুটি অশ্রুপূর্ণ। কথা এই, ভদ্রলোকটির শুক্র এবং শনির ক্ষেত্রের মধ্যে একটি খুব বড় যব-চিহ্ন ছিল, এই কারণে তাঁর এই দুর্দ্দশা হয়। কেবল তাহাই নহে। বিবাহরেখাটি দ্বিধাবিভক্ত হইয়াছিল, উভয় শাখাই হৃদয়রেখার দিকে চলিয়া পড়িয়াছিল।

৮৫। ইচ্ছা-শক্তি

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে জাতকের ইচ্ছা-শক্তি প্রবল ?

গুরু—(ক) কনিষ্ঠাঙ্গুলি লম্বা হইলে।

(খ) বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্ব বেশ ফাঁপালো (মোটা-সোটা) হইলে।

শিষ্য—পূজ্যপাদ গুরুদেব! উপস্থিত এই প্রশ্নগুলি আমার মনে উদয় হইয়াছিল। আপনি কৃপাপূর্ব্বক যথোচিত উত্তর দিলেন। ইহার জন্য আমি নিজেকে কৃতকৃতার্থ মনে করি। এক্ষণে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি এবং কর্ম্মের লক্ষণগুলি আমাকে বলিয়া দিলে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিব।

গুরু—বেশ কথা, বৎস! এ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে চাও, স্বচ্ছন্দে জিজ্ঞাসা করিতে পার।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি এবং কর্ম্মের লক্ষণ

১। সম্পাদক

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক কোন পত্রিকার সম্পাদক হইবে?

গুরু—(ক) অঙ্গুলির নখগুলি লম্বা হইলে (চওড়া অপেক্ষা)।

(খ) করতলে সুস্পষ্ট শুক্র-বন্ধনী থাকিলে (চিত্র ৯, চিহ্ন ১১৯)।

২। সমালোচক

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক দোষ-গুণের বিচারক হইবে?

গুরু—যদি উভয় হস্তে শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত প্রারম্ভে মিলিত হয় এবং শিরোরেখা শেষাংশে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া যায়।

৩। বাগ্মী

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সদ্বক্তা হইবে?

গুরু—(ক) যদি শিরোরেখা লম্বা হয়।

(খ) যদি কনিষ্ঠাঙ্গুলি অতিরিক্ত লম্বা হয় এত লম্বা যে অনামিকার নখ পর্য্যন্ত যায়।

(গ) যদি বুধের ক্ষেত্রে একটি ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকে (চিত্র ৯, চিহ্ন ১২০)।

৪। ধর্ম্ম-প্রচারক

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে জাতক ধর্ম্ম-প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে ?

গুরু—বৃহস্পতির ক্ষেত্র অতিরিক্ত উচ্চ হইলে এবং তাহার উপর একটি সরল রেখা লম্বাভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে।

৫। দেওয়ানী বিচারক (Judge)

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সুবিচারক হইবে ?

গুরু—করতল বড়, আঙ্গুলগুলি লম্বা, গাঁট-গাঁট এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্ব লম্বা হইলে।

৬। ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচারকর্ত্তা (Magistrate)

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক উপযুক্ত হাকিম বলিয়া পরিগণিত হইবে ?

গুরু—আঙ্গুলগুলি লম্বা, গাঁট-গাঁট, কনিষ্ঠাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্ব লম্বা এবং মঙ্গলের ক্ষেত্র উচ্চ হইলে।

৭। ব্যবহারাজীব

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক কৌন্সলী, অ্যাটর্নী, অ্যাড্‌ভোকেট অথবা উকিল হইবে ?

গুরু—(ক) যদি আয়ুরেখা এবং শিরোরেখার মধ্যে ফাঁক থাকে (চিত্র ১০, চিহ্ন ১২১)।

(খ) যদি শিরোরেখা লম্বা এবং দ্বিধাবিভক্ত না হয় (চিত্র ১০, চিহ্ন ১২২)।

(গ) যদি বুধের ক্ষেত্র উচ্চ হয় (এই চিহ্নে সদ্বক্তা ও তার্কিক হয়)।

৮। চিকিৎসক

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সুচিকিৎসক হইবে ?

গুরু—(ক) যদি শিরোরেখা এবং রবিরেখা সূক্ষ্ম এবং সুস্পষ্ট হয়।

(খ) যদি ২।৩টি সরল রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দ্বিতীয় পর্ব্বের উপরিভাগ পর্য্যন্ত যায় (চিত্র ১০; চিহ্ন ১২৭, ১২৮, ১২৯)।

৯। অস্ত্র-চিকিৎসক

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অস্ত্র-চিকিৎসায় দক্ষ হইবে ?

গুরু—(ক) সুস্পষ্ট রবিরেখা থাকিলে।

(খ) বুধের ক্ষেত্রে ২।৩টি রেখা লম্বাভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে।

(গ) মঙ্গলের ক্ষেত্রে একটি ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ১০, চিহ্ন ১২৬)।

১০। রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক রসায়ন শাস্ত্রে পণ্ডিত হইবে ?

গুরু—২।৩টি ছোট রেখা বুধের ক্ষেত্রে লম্বাভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে।

১১। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত হইবে ?

গুরু—(ক) যদি একটি সরল রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্ব হইতে উঠিয়া প্রথম পর্ব্ব ভেদ করিয়া যায় (চিত্র ১০, চিহ্ন ১২৭)।

(খ) বুধের ক্ষেত্রের নিম্নস্থ শিরোরেখার উপর একটি ত্রিভুজ-চিহ্ন অথবা শাদা দাগ থাকিলে।

১২। ইঞ্জিনিয়র

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ইঞ্জিনিয়ারিং কাজে নাম কিনিবে?

গুরু—সুস্পষ্ট শিরোরেখা এবং মঙ্গলের ক্ষেত্র, বুধের ক্ষেত্র ও রবির ক্ষেত্র উচ্চ হইলে।

১৩। চিত্রকর, শিল্পী ও পণ্ডিত

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক সু-চিত্রকর বা শিল্পবিশারদ হইবে?

গুরু—(ক) যদি শুক্র এবং বুধের ক্ষেত্র উচ্চ হয়।

(খ) যদি রবির অঙ্গুলি (অনামিকা) সূক্ষ্মাগ্র হয়।

(গ) যদি রবিরেখা সুস্পষ্ট হয়।

(ঘ) যদি রবির ক্ষেত্রে একটি তারা-চিহ্ন থাকে (চিত্র ১০, চিহ্ন ১২৮)।

১৪। গ্রন্থকার

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক খ্যাতনামা গ্রন্থকার হইবে?

গুরু—(ক) শিরোরেখা সুস্পষ্ট হইলে।

(খ) করতলে পরিষ্কার শুক্র-বন্ধনী থাকিলে।

(গ) উভয় হস্তে রবির ক্ষেত্র উচ্চ হইলে এবং রবিরেখা বর্ত্তমান থাকিলে।

(ঘ) চন্দ্রের ক্ষেত্র উচ্চ এবং শিরোরেখা এই ক্ষেত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে। (সু-কবি হইতে গেলে এইটি অত্যাবশ্যক)।

১৫। অভিনেতা (শোকান্তক নাটকের)

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক শোকান্তক নাটকের অভিনয়ে যশোলাভ করিবে?

গুরু—(ক) শুক্রের ক্ষেত্রে জাল-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ১০, চিহ্ন ১২৯)।

(খ) শিরোরেখার একটি শাখা বুধের ক্ষেত্রে গেলে (চিত্র ১০, চিহ্ন ১২৯)।

(গ) ভাগ্যরেখা শেষাংশে দ্বিধাবিভক্ত হইলে (চিত্র ১০, চিহ্ন ১২৯)।

১৬। অভিনেতা (মিলনান্তক অথচ পরিহাসপ্রধান নাটকের)

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক মিলনান্তক নাটকের অভিনয়ে সুনাম অর্জ্জন করিবে?

গুরু—(ক) শিরোরেখা বুধের ক্ষেত্রের দিকে গেলে রসিকতা করিবার শক্তি বুঝায় (চিত্র ১০, চিহ্ন ১৩০)।

(খ) আয়ুরেখার সহিত শিরোরেখা মিলিত না হইলে।

১৭। সঙ্গীত শাস্ত্র-বিশারদ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক গীত-বাদ্যাদিতে নিপুণ হইবে?

গুরু—(ক) করতলে রবিরেখা বর্ত্তমান থাকিলে।

(খ) রবির অঙ্গুলি সূক্ষ্মাগ্র হইলে (এই চিহ্নে কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হয়, চিত্র ১০, চিহ্ন ১৩১)।

(গ) শুক্র-বন্ধনী সুস্পষ্ট থাকিলে (চিত্র ১০, চিহ্ন ১৩২)।

১৮। শিক্ষক

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক শিক্ষকতায় সুখ্যাতি লাভ করিবে ?

গুরু—তর্জ্জনী ফাঁপালো (মোটাসোটা) এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি লম্বা হইলে।

১৯। গণিত-শাস্ত্র বিশারদ

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইবে ?

গুরু—(ক) শিরোরেখা সরল ও লম্বা হইলে।

(খ) শুক্রের ক্ষেত্রে একটি ত্রিভুজ থাকিলে (চিত্র ১০, চিহ্ন ১৩৩)।

২০। কৃষি-জীবী

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক কৃষিবিদ্যায় বা ব্যবসায়ে উন্নতি করিবে ?

গুরু—(ক) যদি অঙ্গুলিগুলি লম্বা এবং মোটাসোটা হয়।

(খ) যদি শুক্র, রবি এবং চন্দ্রের ক্ষেত্র উচ্চ হয়।

২১। ভোজ-বিদ্যা বিশারদ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক যাদু-বিদ্যায় নিপুণ হইবে ?

গুরু—(ক) চন্দ্রের ক্ষেত্রে ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ১০, চিহ্ন ১৩৪)।

(খ) উভয় হস্তে শনির ক্ষেত্র উচ্চ এবং তদুপরি ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে।

২২। ঝুঁকিদার কারবারের ব্যবসায় (জুয়াড়ে ইহার ভিতর)

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ঝুঁকিদার ব্যবসায়ে লাভবান্ হইবে?

গুরু—রবির অঙ্গুলি এবং শনির অঙ্গুলি সমান লম্বা, সুস্পষ্ট রবিরেখা কিংবা শিরোরেখা নিম্নে গেলে (চিত্র ১১, চিহ্ন ১৩৫)।

২৩। দোকানদার (সাধারণ)

শিষ্য—করতল হইতে কিরূপে জানা যাইবে যে জাতকের দোকান হইতে উন্নতি হইবে?

গুরু—(ক) শিরোরেখার শেষাংশ হইতে একটি শাখা বুধের ক্ষেত্রে গেলে (চিত্র ১১, চিহ্ন ১৩৬)।

(খ) ভাগ্যরেখার একটি শাখা বুধের ক্ষেত্রে গেলে (চিত্র ১১, চিহ্ন ১৩৭)।

(গ) আয়ুরেখার একটি শাখা রবির ক্ষেত্রে গেলে (চিত্র ১১, চিহ্ন ১৩৮)।

২৪। দালাল বা কনট্রাক্টর

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক দালালী বা কন[illegible]রী হইতে উন্নতি করিবে?

গুরু—আয়ুরেখা হইতে একটি শাখা রবির ক্ষেত্রের দিকে গেলে (চিত্র ১১, চিহ্ন ১৩৯)।

২৫। পাট, কাঠ, অভ্র, কয়লা, লৌহ প্রভৃতির বণিক্

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পাট, কাঠ, খনিজ পদার্থ—যথা অভ্র, কয়লা প্রভৃতির ব্যবসায়ে উন্নতি করিবে?

গুরু—যদি শনির ক্ষেত্র উচ্চ হয় এবং আয়ুরেখা হইতে কোন উর্দ্ধরেখা উক্ত ক্ষেত্রের দিকে যায় (চিত্র ১১, চিহ্ন ১৪০)।

২৬। পেটেন্ট ঔষধ প্রস্তুতকারী

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক পেটেন্ট ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লাভবান হইবে?

গুরু—(ক) চন্দ্র এবং বুধের ক্ষেত্র উচ্চ হওয়া চাই।

(খ) রবিরেখা সুস্পষ্ট হওয়া চাই।

(গ) বুধের ক্ষেত্রে ২।৩টি রেখা লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকিলে (চিত্র ১১, চিহ্ন ১৪১)।

২৭। মদ্য বা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবসায়ী

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক মদ্য বা সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিবে?

গুরু—বুধ এবং শুক্রের ক্ষেত্র উচ্চ হইলে।

২৮। স্বর্ণকার, মণিকার

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক স্যাক্‌রার ব্যবসায়ে বা জহরতের ব্যবসায়ে লাভবান্ হইবে?

গুরু—বুধ এবং বৃহস্পতির ক্ষেত্র অতি উচ্চ হইলে এবং আয়ুরেখা হইতে একটি উর্দ্ধরেখা বৃহস্পতির ক্ষেত্রের দিকে গেলে।

২৯। পোদ্দার

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক তেজারতী কারবার হইতে উন্নতি করিবে ?

গুরু—বৃহস্পতির ক্ষেত্র নিম্ন হইলে এবং আয়ুরেখা হইতে একটি উর্দ্ধরেখা উক্ত ক্ষেত্রের দিকে গেলে।

৩০। বস্ত্র-বিক্রেতা

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক বস্ত্র-ব্যবসায়ে লাভবান হইবে ?

গুরু—বুধ এবং বৃহস্পতির ক্ষেত্র উচ্চ হইলে।

৩১। দরজী

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক দরজীর কাজ করিয়া উন্নতি করিবে ?

গুরু—(ক) অঙ্গুলিগুলি লম্বা হইলে।

(খ) রবির অঙ্গুলির প্রথম পর্ব্বটি মোটাসোটা হইলে (এই চিহ্ন উত্তম ছাঁটকাটের পরিচায়ক)।

৩২। কর-কোষ্ঠী গণক এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রবিশারদ

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক কর-কোষ্ঠী গণনায় এবং ফলিত জ্যোতিষের সাহায্যে অদৃষ্ট-গণনায় পারদর্শী হইবে ?

গুরু—(ক) করতলে সুস্পষ্ট সলোমন বন্ধনী থাকিলে।

(খ) বুধ, শুক্র এবং শনির ক্ষেত্র উচ্চ হইলে।

৩৩। অতীন্দ্রিয়-দর্শন-শক্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতকের অতীন্দ্রিয়-দর্শন-শক্তি জন্মায় ?

গুরু—(ক) হস্তের অঙ্গুলিগুলি ফাঁক ফাঁক হইলে।

(খ) বুধের ক্ষেত্র উচ্চ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি সূক্ষ্মাগ্র হইলে।

(গ) তর্জ্জনী সূক্ষ্মাগ্র হইলে (চিত্র ১১, চিহ্ন ১৪২)।

(ঘ) করতলে প্রত্যক্ষ-দর্শনরেখা বর্ত্তমান থাকিলে (চিত্র ১১, চিহ্ন ১৪৩)।

৩৪। জমিদারীর ম্যানেজার

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক কোন বড় জমিদারীর ম্যানেজার হইবে ?

গুরু—বৃহস্পতির ক্ষেত্র উচ্চ এবং তদুপরি একটি ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে।

৩৫। ঘটক

শিষ্য—কি চিহ্ন থাকিলে জাতক ঘটকালি কার্য্যে দক্ষ হইবে ?

গুরু—বৃহস্পতির ক্ষেত্র নিম্ন এবং তদুপরি একটি ত্রিভুজ-চিহ্ন থাকিলে।

৩৬। কেরাণী

শিষ্য—করতলে কি চিহ্ন থাকিলে জাতক কেরাণীগিরি হইতে উন্নতি করে ?

গুরু—রবির ক্ষেত্র উচ্চ হইলে।

৩৭। নীচকর্ম্মকারী ভৃত্য (যেমন বাসন মাজা, ঝাঁট দেওয়া)

শিষ্য—কি কি চিহ্ন থাকিলে জাতক নীচকর্ম্মচারী, যেমন ভৃত্য ইত্যাদি হয়?

গুরু—(ক) করতলে ভাগ্যরেখা না থাকিলে।

(খ) অঙ্গুলিগুলি ছোট ছোট হইলে।

(গ) অঙ্গুলি অপেক্ষা চেটো লম্বা হইলে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হস্ত-বিচার

শিষ্য—পূজ্যপাদ পিতৃদেব! আপনার আশীর্ব্বাদে এই গুহ্য-বিদ্যা আমার কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। এক্ষণে নিম্নলিখিত হস্ত দুইখানি আমি বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কতদূর সক্ষম হই, আপনি কৃপা করিয়া একটু দেখুন।

প্রথম হস্ত-বিচার

আলোচ্য চিত্রখানি একটি ভদ্রলোকের করতলের। ইহাতে শিরোরেখাটি হস্ত-পার্শ্ব পর্য্যন্ত গিয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জাতক কৃপণ-স্বভাব, নীচমনা কিন্তু অধ্যবসায়শীল (চিত্র ১২, চিহ্ন ১৪৪)।

জাতকের করতলে সুস্পষ্ট শুক্র-বন্ধনী আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে জাতক কোন সংবাদপত্রের সম্পাদক হইয়া যশোলাভ করিবে —(চিত্র ১২, চিহ্ন ১৪৫)।

জাতকের হস্তস্থিত একটি সরল রেখা আয়ু-বন্ধনী হইতে উঠিয়া, মঙ্গলের ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া বরাবর রবির ক্ষেত্রে গিয়া পৌছিয়াছে, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জাতকের উচ্চ পদ এবং সম্মান লাভ হইবে (চিত্র ১২, চিহ্ন ১৪৬)।

জাতকের শিরোরেখায় একটি কালদাগ আছে। সৌভাগ্যক্রমে দাগটি কেবল দক্ষিণ হস্তে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জাতক চক্ষুরোগে ভয়ানক কষ্ট পাইবে, অন্ধ নাও হইতে পারে (চিত্র ১২, চিহ্ন ১৪৭)।

৩০ বৎসর বয়সে একটি রেখা শুক্রের ক্ষেত্র হইতে উঠিয়া আয়ুরেখা, শিরোরেখা এবং হৃদয়রেখা ভেদ করিয়া গিয়াছে। ইহার ফল এই যে, জাতক উক্ত বয়সে বিপত্নীক হইবে (চিত্র ১২, চিহ্ন ১৪৮)।

৩৫ বৎসর বয়সে আয়ুরেখার একটি শাখা শুক্রের ক্ষেত্রের দিকে যাইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ভদ্রলোক এই বয়সে কোন অপরাধে অভিযুক্ত হইবে (যেমন মানহানি, চিত্র ১২, চিহ্ন ১৪৯)।

৪৫ বৎসর বয়সে আয়ুরেখা হইতে একটি শাখা শনির ক্ষেত্রে যাইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, জাতকের ঐ বয়সে ব্যবসায়ে উন্নতি, অর্থ, মান-সম্ভ্রম সবই ঘটিবে (চিত্র ১২, চিহ্ন ১৫০)।

৫০ বৎসর বয়সে আয়ুরেখার উপর একটি কালদাগ আছে, ইহাতে এই বয়সে সাংঘাতিক পীড়া বুঝায়। এবং এই চিহ্নটি উভয় হস্তে বর্ত্তমান থাকায় জাতকের মৃত্যুর সম্ভাবনা (চিত্র ১২, চিহ্ন ১৫১)।

জাতকের দক্ষিণ হস্তে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে একটি চতুষ্কোণ-চিহ্ন আছে। ইহাকে ফলিত জ্যোতিষে সর্ব্বারিষ্ট-ভঙ্গ-যোগ বলে—তাহাই বুঝায়, অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার জ্ঞাপন করে ; কেবল তাহাই নহে, উন্নতিও প্রকাশ করে (চিত্র ১২, চিহ্ন ১৫২)।

রবির ক্ষেত্রে একটি বৃত্ত-চিহ্ন বর্ত্তমান থাকাতে সম্পদ্ এবং সৌভাগ্য সূচনা করে (চিত্র ১২, চিহ্ন ১৫৩)।

জাতকের দক্ষিণ হস্তে বুধের ক্ষেত্রে একটি ত্রিভুজ চিহ্ন বর্ত্তমান থাকাতে বুঝাইতেছে যে, জাতক সদ্বক্তা হইবে (চিত্র [illegible], চিহ্ন ১৫৪)।

এই জাতক সম্বন্ধে এই কয়টি প্রধান চিহ্ন আমার চক্ষুতে পড়িয়াছে। এক্ষণে আপনি বিচার করিয়া দেখুন আমার ঠিক হইয়াছে কি না।

গুরু—বৎস, তুমি যে এমন সুন্দরভাবে বিচার করিতে পারিবে,

ইহা আমি কখনই ভাবি নাই। তোমার সব ঠিক হইয়াছে। আমি কোনরূপ ত্রুটি পাইলাম না।

শিষ্য—পূজ্যপাদ পিতৃদেব! এক্ষণে আপনাকে আর একটু কষ্ট দিতেছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। এইবার আমি একটি স্ত্রীলোকের হস্ত বিচার করিতে বাসনা করিয়াছি, আমি রেখাদির অর্থ বুঝিতে পারিয়াছি কি না, আপনি কৃপা করিয়া দেখুন।

গুরু—উত্তম কথা, বৎস! বল।

দ্বিতীয় হস্ত-বিচার

এই চিত্রখানি একটি স্ত্রীলোকের করতলের, একথা আমি পূর্ব্বেই আপনাকে জানাইয়াছি।

জাতিকার করতলে রবিরেখা সুস্পষ্ট এবং চন্দ্রের ক্ষেত্র উচ্চ। ইহা হইতে বুঝায় ইঁহার কাব্য-রচনায় ক্ষমতা থাকিবে।

শনির ক্ষেত্র নিম্ন হওয়ার দরুণ জাতিকার আমিষ আহারে ঘৃণা জন্মিবে।

জাতিকার দক্ষিণ হস্তের আয়ু-বন্ধনীর উপর একটি তারা-চিহ্ন আছে। ইহা হইতে বুঝা যায়, তিনি উত্তরাধিকারী-সূত্রে অর্থ পাইবেন (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৫৫)।

ইঁহার করতলে সুন্দর মার্শালরেখা বিদ্যমান। ইহা হইতে বুঝা যায় ইঁহার জীবন শান্তিময় (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৮)।

জাতিকার ভাগ্যরেখাটি প্রারম্ভে আঁকা-বাঁকা, কিন্তু শেষাংশে সরল, সোজা। ইহা হইতে এইটুকু বুঝা যায় ইঁহার বাল্যকাল কষ্টে কাটিবে, কিন্তু ভবিষ্যতে খুব সুখ-সমৃদ্ধি হইবে (চিত্র ১৩, চিহ্ন ২১১)।

জাতিকার ভাগ্যরেখার প্রারম্ভে একটি ছোট যব-চিহ্ন আছে।

ইহাতে বুঝা যায় ইনি বাল্যকালে পিতৃহীনা হইবেন (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৫৬)।

জাতিকার ২৫ বৎসর বয়সে আয়ুরেখার উপর একটি ভগ্ন-চিহ্ন আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় এই বয়সে উহার কঠিন পীড়া হইবে (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৫৭)।

৪০ বৎসর বয়সে একটি রেখা আয়ুরেখা হইতে উঠিয়া রবির ক্ষেত্রে যাইতেছে। ইহা হইতে বুঝা যায় জাতিকা এই বয়সে যশোলাভ করিবেন (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৫৮)।

৬০ বৎসর বয়সে একটি আয়ুরেখার একটি শাখা চন্দ্রের ক্ষেত্রের দিকে যাইতেছে। ইহা উৎকট পীড়া সূচনা করে, এবং চিহ্নটি উভয় হস্তে থাকার দরুণ পীড়াটি মারাত্মক হইবার খুবই সম্ভাবনা (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৫৯)।

জাতিকার বৃহস্পতির ক্ষেত্রে একটি তারা-চিহ্ন আছে, ইহাতে সুখ্যাতি এবং বিবাহে সুখ সূচনা করে (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৬০)।

জাতিকার দক্ষিণ হস্তে হৃদয়রেখার উপর একটি বৃত্ত-চিহ্ন আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় ইনি হৃদযন্ত্রের পীড়ায় (heart disease) কষ্ট পাইবেন (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৬১)।

জাতিকার রবির ক্ষেত্রে একটি ত্রিভুজ-চিহ্ন আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় ইনি শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিনী হইবেন (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৬২)।

জাতিকার তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বে একটি ক্রুশ-চিহ্ন আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় ইনি প্রভূত ধনের অধিকারিণী হইবেন (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৬৩)।

জাতিকার ভাগ্যরেখার মধ্যস্থলে একটি যব-চিহ্ন আছে। ইহা হইতে

বুঝা যায় যে, তাঁহাকে কোন পুরুষের প্রলোভনে পড়িতে হইবে (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৫৪)।

জাতিকার বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্ব্বে একটি তারা-চিহ্ন আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় তিনি বিশেষ ধনশালিনী হইবেন (চিত্র ১৩, চিহ্ন ১৫৫)।

এই জাতিকা সম্বন্ধে যাহা কিছু আমার বলিবার সবই আপনার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। এক্ষণে আপনি বিচার করিয়া দেখুন।

গুরু—তুমি যাহা কিছু বলিলে, বৎস, সবই ঠিক। এত সহজে, এত নিখুঁত ভাবে তুমি যে এই সকল শক্ত বিষয় বিচার করিতে পারিলে, ইহাতে আমি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। মনে রাখিও, যতই সতর্কতার সহিত তুমি হস্ত-বিচারে প্রবৃত্ত হইবে, ততই এই কঠিন কার্য্য তোমার পক্ষে সহজ হইয়া যাইবে।
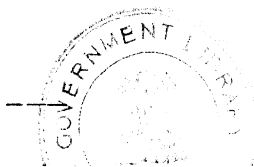
ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ললাট-লক্ষণ হইতে চরিত্র সম্বন্ধে কয়েকটি আভাস

১। ললাট-দেশে গ্রহগণের নির্দ্দিষ্ট রেখা

শিষ্য—পূজ্যপাদ পিতৃদেব, কোন ব্যক্তির চরিত্র সম্বন্ধে জানিতে হইলে, কি উপায়ে জানা যায়, এইটি জানিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। আপনি কৃপা করিবেন কি?

গুরু—বেশ কথা বৎস! জানিও কোন ব্যক্তির মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিলেই তাহার চরিত্র সম্বন্ধে জানিতে পারিবে। এই বিজ্ঞান-শাস্ত্রটিকে ফিসিঅগ্‌নমি (Physiognomy) বলে এবং এই সম্বন্ধে স্মরণ রাখিও যে, চক্ষুঃদ্বয়, নাসিকা এবং অধরোষ্ঠ, এই তিনটি হইতেই চরিত্রের গুণাগুণ ব্যক্ত হয়।

শিষ্য—এই বিজ্ঞান-শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু উপদেশ আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি।

গুরু—এই সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি, শোন। করতলে যেমন গ্রহগণের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, সেইরূপ মুখমণ্ডলেও গ্রহগণের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে, জানিবে। এই দেখ না—

(ক) শনির রেখা কেশের নিম্নে ললাট-দেশে (চিত্র ১৪, চিহ্ন ১৬৬)।

(খ) বৃহস্পতির রেখা শনির রেখার নিম্নে (চিত্র ১৪, চিহ্ন ১৬৭)।

(গ) মঙ্গলের রেখা বৃহস্পতির রেখার নিম্নে (চিত্র ১৪, চিহ্ন ১৬৮)।

(ঘ) রবির রেখা দক্ষিণভ্রূর কিঞ্চিৎ উপরে (চিত্র ১৪, চিহ্ন ১৬৯)।

(ঙ) চন্দ্রের রেখা বাম ভ্রূর কিঞ্চিৎ উপরে (চিত্র ১৪, চিহ্ন ১৭০)।

(চ) শুক্রের স্থান ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থল (চিত্র ১৪, চিহ্ন ১৭১)।

(ছ) বুধের স্থান নাসিকার মধ্যবর্ত্তী স্থল (চিত্র ১৪, চিহ্ন ১৭২)।

শিষ্য—এই রেখাগুলির বিশেষ কোন অর্থ আছে কি গুরুদেব ?

গুরু—নিশ্চয়ই আছে। মনে রাখিও—

(ক) শনিরেখা সুস্পষ্ট হইলে জাতক জ্ঞানী এবং পরিণামদর্শী হয়, কিন্তু রেখাটি ভগ্ন বা আঁকা-বাঁকা হইলে জাতক খিট্‌খিটে হয়।

(খ) বৃহস্পতি রেখাটি সুস্পষ্ট হইলে জাতক সৎ এবং সরল-প্রকৃতির হয়, কিন্তু ভগ্ন বা আঁকা-বাঁকা হইলে জাতক ভ্রষ্টাচার হয়।

(গ) মঙ্গলের রেখাটি সুস্পষ্ট হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে যশোলাভ বুঝায়, কিন্তু ভগ্ন বা আঁকা-বাঁকা হইলে বিপরীত ফল প্রদান করে।

(ঘ) রবিরেখা সুস্পষ্ট হইলে পরিণামদর্শিতা এবং কার্য্যে সফলতা বুঝায়, কিন্তু ভগ্ন বা আঁকা-বাঁকা হইলে কৃপণতা বুঝায়।

(ঙ) চন্দ্রের রেখা সুস্পষ্ট হইলে কল্পনাশক্তি এবং ভ্রমণেচ্ছা বুঝায়, কিন্তু রেখাটি ভগ্ন বা আঁকা-বাঁকা হইলে বুদ্ধিহীনতা বুঝায়।

(চ) শুক্র-স্থানে রেখা সুস্পষ্ট হইলে জাতক মধুর প্রকৃতির হয় এবং পারিবারিক সুখভোগ করে ; কিন্তু ঐ রেখা ভগ্ন বা আঁকা-বাঁকা হইলে জাতক প্রকৃত প্রণয়ে বঞ্চিত হয়।

(ছ) বুধের স্থানে ২।৩টি রেখা সুস্পষ্টভাবে থাকিলে বাগ্মিতা বুঝায়, কিন্তু বহু রেখা থাকিলে বাচালতা বুঝায়।

শিষ্য—পূজ্যপাদ গুরুদেব! এই সকল উপদেশের নিমিত্ত আমি কৃতকৃতার্থ হইলাম। এক্ষণে কথা হইতেছে, কোন ব্যক্তির চরিত্র বুঝিবার সময় ললাট নিরীক্ষণ করাও কি আবশ্যক ?

গুরু—নিশ্চয়ই। মনে রাখিও ললাট প্রশস্ত এবং পার্শ্বদেশ (রগ) উচ্চ হইলে জাতক তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং পড়াশুনায় যত্নপর হয়।

শিষ্য—কিন্তু ললাট-দেশ যদি প্রশস্ত না হয় ?

গুরু—ইহাতে বুদ্ধিহীনতা বুঝায়, বিশেষতঃ ললাট যদি কুঞ্চিত না হয়।

শিষ্য—এক্ষণে কৃপা করিয়া চক্ষু, নাসিকা এবং অধরোষ্ঠ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দান করুন। আপনি ত বলিয়াছেন চরিত্র সম্বন্ধে বুঝিতে গেলে সেগুলির বিশেষ আবশ্যক।

গুরু—নিশ্চয়ই। আচ্ছা, প্রথমে চক্ষু সম্বন্ধেই আলোচনা করা যাউক। দেখ, বৎস! এই চক্ষুর্দ্বয় বহু কথা ব্যক্ত করে, কিন্তু আমি তোমাকে প্রধান প্রধান গুটিকতক কথা বলিব, কেন না, সবিস্তারে বলিতে গেলে বিষয়টি অতি জটিল ও বিরক্তিকর হইয়া পড়িবে।

শিষ্য—যাহা আপনি ভাল বিবেচনা করেন, তাহাই করুন, গুরুদেব।

২। চক্ষুর্দ্বয় এবং ভ্রূ-যুগল

গুরু—(ক) চক্ষুর্দ্বয় পরস্পর দূরে থাকিলে জাতক সরল এবং সত্যবাদী হয়।

(খ) চক্ষুর্দ্বয় পরস্পর অতি দূরে থাকিলে জাতক নির্ব্বোধ হয়।

শিষ্য—বুঝিলাম, কিন্তু চক্ষু দুইটি পরস্পর খুব নিকটে থাকিলে ?

গুরু—যে ব্যক্তির চক্ষু দুইটি অতি সন্নিকটে অবস্থান করে, সে ধূর্ত্ত এবং ধড়িবাজ হয়।

শিষ্য—গুরুদেব! একটি কথা আপনাকে বলি, ধৃষ্টতা মাপ করিবেন। আমার একটি বন্ধু (খুব উচ্চপদস্থ ব্যক্তি); তিনি টেরা

(বাম চক্ষু); আর এক জনের কথা হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—তিনি আমার একজন নিকট আত্মীয়া, তিনি বালবিধবা, তিনিও টেরা (বাম চক্ষে)। চক্ষু টেরা হইলে নিশ্চয়ই তাহার অর্থ আছে। কি আজ্ঞা করেন, পিতঃ ?

গুরু—অর্থ ত আছেই। তোমারই কথা হইতে অর্থ প্রকাশ হইতেছে। কথাটা এই—পুরুষ মানুষের বাম চক্ষু এবং স্ত্রীলোকের দক্ষিণ চক্ষু টেরা হইলে শুভ ফল দর্শায় ; কিন্তু যদি বিপরীত হয়, অর্থাৎ পুরুষের দক্ষিণ চক্ষু এবং স্ত্রীলোকের বাম চক্ষু টেরা হয়, বিপরীত ফল প্রদান করে অর্থাৎ অশুভ হয়।

শিষ্য—আচ্ছা, গুরুদেব, ভ্রূ-যুগল হইতে কি বুঝা যায় ?

গুরু—(ক) ভ্রূ-যুগল চক্ষুর অতি নিকটে থাকিলে জাতক চিত্র-বিদ্যায় অতি পারদর্শী হয়।

(খ) ভ্রূ-যুগল লম্বা টানা হইলে জাতক কাব্য-প্রিয় হয়।

(গ) ভ্রূ-যুগল পাতলা হইলে জাতক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

(ঘ) ভ্রূ-যুগল মোটা এবং জোড়া হইলে জাতক সৌভাগ্য-শালী এবং নির্ম্মল-চরিত্র হয়।

(ঙ) ভ্রূ-যুগলের মধ্যবর্ত্তী স্থান প্রশস্ত হইলে জাতক শক্তিমান, সরল-প্রকৃতি, দানশীল এবং অস্থির স্বভাবের হয়।

৩। নাসিকা

শিষ্য—পূজ্যপাদ গুরুদেব ! নাসিকা সম্বন্ধে আপনার যাহা বলিবার আছে, কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু—নাসিকা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা কয়টি স্মরণ রাখিও, বৎস।

(ক) যে সকল ব্যক্তির নাসিকা প্রারম্ভ হইতে খিলানের মত বক্রাকার, তাহারা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়।

(খ) যে সকল ব্যক্তির নাসিকা লম্বা অথচ সূক্ষ্মাগ্র অগ্রভাগ উপর দিকে ফিরানো, তাহারা চিন্তাশীল এবং অনুসন্ধিৎসু হয়।

শিষ্য—কিন্তু অগ্রভাগ যদি নীচের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে?

গুরু—তাহা হইলে জাতক অতি রসিক এবং ব্যঙ্গকারী হয়।

শিষ্য—কিন্তু নাসিকা যদি খাঁদা এবং ছোট হয়, তাহা হইলে কি ফল হয়, কৃপা করিয়া বলুন।

গুরু—তাহা হইলে জাতক নিজ ক্ষমতার উপর খুব বেশী বিশ্বাস করে।

৪। অধর এবং ওষ্ঠ।

শিষ্য—অধর এবং ওষ্ঠ সম্বন্ধে আপনি কি আজ্ঞা করেন, গুরুদেব?

গুরু—এই অধরোষ্ঠ সম্বন্ধে কথা কয়টি মনে রাখিবে—

(ক) উপরকার ঠোঁট (ওষ্ঠ) খিলানের মত বক্রাকার হইলে জাতক মধুর-প্রকৃতির হয়।

(খ) উপরকার ঠোঁট মোটা হইলে জাতক অসৎচরিত্র হয়।

(গ) উপরকার ঠোঁট পাতলা হইলে জাতক অলস এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হয়।

এই গেল উপরকার ঠোঁট (ওষ্ঠ) সম্বন্ধে কথা। এক্ষণে নীচেরকার ঠোঁট (অধর) সম্বন্ধে একটি কথা জানিয়া রাখ। অধর যদি মোটা হয়, জাতক স্থূল-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়, কিন্তু দ্রব্যের আস্বাদন সম্বন্ধে তার জ্ঞান খুব বেশী হয়।

শিষ্য—কোন কোন ব্যক্তির ঠোঁট একেবারে বুজানো; আবার কাহারও কাহারও ঠোঁট খোলা, দাঁত পর্য্যন্ত দেখা যায়; ইহার কি অর্থ, কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু—ঠোঁট একেবারে বুজানো হইলে জানিবে জাতক সংযতবাক্। যে কোন কাজ দুইবার ভাবে, কিন্তু কথা বলে একটিবার মাত্র; আর ঠোঁট খোলা হইলে বুঝিতে হইবে জাতক প্রত্যেক দ্রব্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করে।

৫। কর্ণ

শিষ্য—এক্ষণে কর্ণ সম্বন্ধে কিছু উপদেশ আপনার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে ইচ্ছা করি। ইহাদেরও কোন অর্থ আছে নাকি?

গুরু—আছে বই কি, বৎস। মন দিয়া শুন এবং স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিও।

(ক) কর্ণ লম্বা হইলে বুঝিতে হইবে জাতক কলহপ্রিয়।

(খ) কর্ণ বড় হইলে বুঝিতে হইবে জাতকের মন উচ্চ এবং স্মরণ-শক্তি তীক্ষ্ণ।

(গ) কর্ণ ক্ষুদ্র হইলে জাতকের স্বার্থপরতা প্রবল এবং স্মরণশক্তিও অল্প হয়।

(ঘ) কর্ণ অতি ক্ষুদ্র হইলে জাতক কামাতুর হয়।

শিষ্য—পূজ্যপাদ গুরুদেব! এই সমস্ত আভাসের জন্য আমি আপনার নিকট ঋণী রহিলাম। এই সম্বন্ধে আর একটি কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, অনুগ্রহ করিয়া বুঝাইয়া দিন। দেখিতে পাওয়া যায় কোন কোন ব্যক্তির কর্ণ অতি স্থূল। ইহার কোন বিশেষ অর্থ আছে কি?

গুরু—কর্ণ স্থূল হইলে জ্ঞানাভাব বুঝায়।

৬। তিল-চিহ্ন

শিষ্য—মুখমণ্ডলে তিল-চিহ্ন থাকিলে বিশেষ কোন অর্থ প্রকাশ করে কি, গুরুদেব?

গুরু—এই তিল সম্বন্ধে অনেক কথা, বৎস। সব শুনিতে গেলে তোমার ধৈর্য্যচ্যুতি হইতে পারে। অতএব আমি প্রধান গুটিকতক তিলের অর্থ তোমাকে বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শোন। এই দেখ না—বাম ভ্রূর ঠিক উপরে তিল থাকিলে (চিত্র ১৪, চিহ্ন ১৭৩) বুঝিতে হইবে জাতক কোন স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক কষ্টে পড়িবে।

শিষ্য—ভ্রূর নীচে তিল থাকিলে কি বুঝিতে হইবে?

গুরু—ভ্রূ-নিম্নস্থ তিল জীবনব্যাপী দুঃখ-দারিদ্র্যের পরিচায়ক।

শিষ্য—তিল-চিহ্ন চক্ষুর ভিতরে হইতে পারে কি?

গুরু—খুব হইতে পারে। কোন ব্যক্তির (পুরুষ বা স্ত্রী) দক্ষিণ চক্ষুর ভিতর তিল-চিহ্ন থাকিলে (চিত্র ১৪, চিহ্ন ১৭৪) বুঝিতে হইবে সে ব্যক্তির বুদ্ধি এবং বিচার-শক্তি অত্যন্ত বেশী।

শিষ্য—আমার কোন আত্মীয়ার দক্ষিণ চক্ষুর কোণে তিল-চিহ্ন আছে। ইহার অর্থ কি গুরুদেব?

গুরু—কোন স্ত্রীলোকের দক্ষিণ চক্ষুর কোণে তিল-চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে হইবে (চিত্র ১৪, চিহ্ন ১৭৫) যে তাহার অপেক্ষাকৃত বড় ঘরে বিবাহ হইবে।

শিষ্য—আচ্ছা, যদি স্ত্রীলোকের বাম চক্ষুর ভিতর তিল-চিহ্ন থাকে?

গুরু—এরূপ স্থলে অর্থ কোণের উপর নির্ভর করে—অর্থাৎ বাম চক্ষুর ভিতর কোণে (অর্থাৎ নাসিকার দিকে) যদি তিলটি থাকে (চিত্র ১৪, চিহ্ন ১৭৬), তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, জাতিকার বাল্যকালে অনেক

প্রকার কষ্ট গিয়াছে। কিন্তু যদি বাম চক্ষুর বাহিরের কোণে অর্থাৎ (কর্ণের দিকে) তিল-চিহ্নটি থাকে (চিত্র ১৪, চিহ্ন ১৭৭), তাহা হইলে, জাতিকা জলমগ্ন হইয়া মারা যাইবে। কেবল তাহাই নহে ; তাহার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ থাকিবে।

শিষ্য—এই শেষোক্ত চিহ্নটি (অর্থাৎ বাম চক্ষুর বাহিরের কোণের চিহ্ন), আমি একটি পুরুষ মানুষের দেখিয়াছি। স্ত্রীলোকের চক্ষুর ভিতর থাকিলে, ইহার যে অর্থ, পুরুষ মানুষের বেলায়ও কি সেই অর্থ গুরুদেব ?

গুরু—ইহা একটি ভয়ঙ্কর ঘটনার পূর্ব্ব-সূচনা মাত্র। এইরূপ হইলে জাতক স্ত্রীর প্রতি নৃশংস ব্যবহার করিবে, তাহার স্ত্রীর জীবনের মূল্য আছে বলিয়া তাহার মনে হইবে না।

শিষ্য—এই চিহ্ন সম্বন্ধে আপনার আরও কিছু বলিবার আছে কি গুরুদেব ?

গুরু—হাঁ। তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, তিল-চিহ্নটি স্থান বিশেষে সুফলদাতা এবং কুফলদাতাও হয়। এই দেখ না কেন—

(ক) কর্ণ-মধ্যস্থ তিল ভাগ্য এবং যশের চিহ্ন।

(খ) গণ্ডস্থলে তিল দারিদ্র্যের পরিচায়ক।

(গ) অধরোষ্ঠের তিল বিলাসিতা এবং লাম্পট্যের সূচনা করে।

(ঘ) কণ্ঠে তিল থাকিলে জাতকের ধনলাভ হয়।

শিষ্য—আপনি ভ্রূর উপরে তিল সম্বন্ধে, কর্ণ-মধ্যস্থ তিল সম্বন্ধে, গণ্ড-স্থলের তিল সম্বন্ধে, অধরোষ্ঠের তিল সম্বন্ধে, এমন কি, কণ্ঠের তিল সম্বন্ধে এত কথা বলিলেন, কিন্তু রগের (temple) উপরের তিল সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করিলেন না। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে যে, রগের উপরে তিল দেখা যায় না ?

গুরু—তা কেন, বৎস ? দেখা খুবই যায়। এইটুকু জানিও, কোন ব্যক্তির দক্ষিণ রগে যদি তিল থাকে তবে সেই ব্যক্তি ধন এবং কোন কার্য্যে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবে। সে ব্যক্তি স্ত্রীলোকেরও প্রিয় হইবে।

শিষ্য—এই তিল-চিহ্নটি যদি কোন স্ত্রীলোকের থাকে ?

গুরু—এই চিহ্নটি কোন স্ত্রীলোকের থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার বিবাহ সুখকর হইবে বটে, কিন্তু ভাগ্যদোষে অল্প বয়সেই সে সুখের অবসান হইবে। একটি কথা বলি বৎস, মনে রাখিও। এই শাস্ত্র অতীব দুরূহ। যত্ন, ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায় সহকারে এই বিদ্যার অনুশীলন করিবে। তাহা হইলেই হস্তরেখাদি বিচারে সফলতা লাভ করিতে পারিবে। অধিক আর কি বলিব—আমি এক্ষণে হিমালয় পর্ব্বতাভিমুখে চলিলাম, কিছুদিন পরে পুনরায় আসিয়া তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। তখন তোমাকে হস্তরেখাদি বিচারে পারদর্শী দেখিয়া শান্তি লাভ করিব।

শিষ্য—পূজ্যপাদ পিতৃদেব! আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার উপযুক্ত শিষ্য যেন হইতে পারি।

গুরু—বৎস! মঙ্গলময় তোমার মঙ্গল করুন।

স্বস্তি! স্বস্তি! স্বস্তি!

—সমাপ্ত—

পরিশিষ্ট

চিত্র ১

"সবই আপনার হাতে
ভগবানের নয়"

সৌম্যেন্দু

চিত্র ৪

চিহ্ন | পৃষ্ঠা

চিত্র ৫

চিত্র ৫

চিত্র ৬

চিত্র ৬

পৃষ্ঠা

চিত্র ৭

চিত্র ৭

চিত্র ৮

চিত্র ৮

পৃষ্ঠা

চিত্র ৯

চিত্র ৯

চিত্র ১০

চিত্র ১০

চিত্র ১১

চিত্র ১১

চিত্র ১২

চিত্র ১২

পৃষ্ঠা

চিত্র ১৩

চিত্র ১৩

চিত্র ১৪

চিহ্ন পৃষ্ঠা